খবরে প্রতিবাদ

www.khaberepratibad.com

Khabare Pratibad ● Agartala ● 3 rd Year ● Issue - 76 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 23 January, 2026 ● ৯ মাঘ, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মুল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

রাজ্যের বর্তমান সরকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব অংশের মানুষের উন্নয়নে কাজ করে চলেছে: মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ২২ জানুয়ারি।। রাজ্যের বর্তমান সরকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব অংশের মানুষের উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। এর মধ্যে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং সংখ্যালঘু অংশের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের এবং কন্যা ও শিশু সন্তানদের উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছেন। এই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী জনবিকাশ কার্যক্রমে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত ম্যারিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, শিক্ষার আলো না পৌঁছলে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বেরনো যাবে না। শুধুমাত্র গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে সংখ্যালঘু অংশের ছাত্রছাত্রীদের প্রযুক্তিগত শিক্ষার সাথে বেশি করে যুক্ত হতে হবে। রাজ্য সরকার সংখ্যালঘু অংশের মানুষের নানাবিধ সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট রয়েছে। এর অঙ্গ হিসেবে ৫টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তিগুলি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি সংখ্যালঘু অংশের ছাত্রছাত্রীদের স্বচ্ছতার সঙ্গে বৃত্তি প্রদান, মাদ্রাসাগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়ন সহ সংখ্যালঘু অধুষিত এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উপর সরকার বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির যে বাতাবরণ রয়েছে তা অক্ষুন্ন রেখে রাজ্য সরকার এগিয়ে যেতে চায়। জনগণেরও এই সরকারের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে। সরকার চাইছে উন্নয়নের ছোঁয়া সব অংশের মানুষের কাছে গিয়ে পৌছুক। তিনি বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংখ্যালঘু অংশের মানুষের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় এই অংশের মহিলারা তাদের অনেক অধিকার ফিরে পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যে সঠিক আইনের শাসন চলছে এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে। কোন প্ররোচনায় পা না দিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব অংশের মানুষকে সম্প্রীতি রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। তিনি সংখ্যালঘু অংশের ছেলেমেয়েদের জাতীয় শিক্ষানীতির সাথে আরও বেশি করে যুক্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, রাজ্যে সংখ্যালঘু আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবারের বাজেটে সংখ্যালঘু অংশের ছেলেমেয়েদের স্কলারশিপের জন্য ৯ কোটি ২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন সংখ্যালঘু অংশের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করায় এবং বিভিন্ন টেকনিক্যাল কোর্সের কৃতি সংখ্যালঘু অংশের ছাত্রছাত্রীদের হাতে চিফমিনিস্টার্স মাইনোরিটি অ্যাওয়ার্ডস, বেগম রোকেয়া গোল্ড মেডেল অ্যাওয়ার্ডস মৌলানা আবুল কালাম ম্যারিট অ্যাওয়ার্ডস সহ বিভিন্ন পুরস্কার এবং অর্থের চেক তুলে দেন। এছাড়াও অতিথিগণ সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের একটি বুকলেটের আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু নিগম থেকে বিভিন্ন ঋণ প্রাপকদের হাতে অর্থের চেক তুলে দেন এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের হাতে নানা খেলার সামগ্রীও তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত দুটি হোস্টেলের ভার্চুয়ালি উদ্বোধনও করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের সচিব তাপস রায়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মবস্বর আলি, হজ কমিটির চেয়ারম্যান শাহ আলম, প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া, সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারী প্রমুখ।

কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে, কাজ করছে বিজেপি সরকার

খবরে প্রতিবাদ, ২২ জানুয়ারি।। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য মাত্রা নিয়ে নরেন্দ্র মোদীজির দেখানো দিশায় অগ্রসর হয়ে কাজ করে চলেছে বিজেপি সরকার। কৃষক রা হলেন লক্ষ্মী, তারা হলেন আমাদের অন্নদাতা। তাই তাদের আয় দ্বিগুণ করাটাই হচ্ছে এই সরকারের মূল লক্ষ্য। তাই রাজ্যে বিগত ৮ বছরে কৃষকদের কাছ থেকে তাদের উতপাদিত ফসল সসহায়ক মুল্যে ক্রয় করছে রাজ্য সরকার। এর জন্যে বর্তমান সরকার পেডি প্রকিউরম্যান্ট সিস্টেম চালু করেছে। শুরুতে কৃষকদের থেকে ক্রয় করার ধানের পরিবর্তে প্রতি কেজি তে তাদের দেওয়া হত ১৭ টাকা ৫০ পয়সা। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৩ টাকা ৭০ পয়সায় এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ৮ বছরে ৮ টাকা ২০ পয়সা বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। এই বাবদ সরকার ৪৮৯ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা খরচ করেছে এবং প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৪৫৪ জন কৃষক এই লাভ গ্রহন করেছেন। বৃহস্পতিবার এক সাঙ্গাদিক বৈঠকে এই তথ্য জানিয়েছেন খাদ্য মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এবং কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ। আলোচনা প্রসঙ্গে তারা বাম পন্থী কৃষক সভা কমিটি কেও এক হাত নিয়ে সমালোচনায় মুখর হন। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আগে তারা অভিযোগ করতেন যে কেন্দ্রীয় সরকার সসহায়ক মুল্যে কৃষকদের ধান ক্রয় করে না। কেন্দ্রের তৎকালীন সরকার ও কৃষক সভা কমিটি এবং রাজ্যের আপামর কৃষক দের কে ভুল বুঝিয়ে গেছেন। কিন্তু বর্তমান সরকার কৃষক দরদী সরকার। টাই ৮ বছরে ৮ টাকা ২০ পয়সা এমএসপি বৃদ্ধি হয়েছে তাদের।

কমলাসাগরের মণ্ডল নেত্রীর জমি দখল কাণ্ডে নতুন সাক্ষী

খবরে প্রতিবাদ, ২২ জানুয়ারি।। রাজনৈতিক ক্ষমতা খাটিয়ে ভাশুরের নামে জ্বাল ডেথ সার্টিফিকেট বানিয়ে জমি আত্মসাত করার কাণ্ডে অভিযুক্ত কমলাসাগর দীন দয়াল চৌমুহনী এলাকার বিজেপি মণ্ডল নেত্রী রিনা চক্রবর্তী ও তার স্বামীর মিথ্যাচারের পর্দা ফাঁস করে দিলেন এবার তার আপন বোনেরা। শুধু মাত্র ভাই নয়, তিন বোন এর সাথে ও প্রতারণা করেছে তাদের অপর দুই ভাই। আর এই সব কিছুতে মদত জুগিয়েছেন মণ্ডল নেত্রী রিনা চক্রবর্তী। উল্লেখ্য কিছুদিন পূর্বে দীন দয়াল চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা শংকর চক্রবর্তী অভিযোগ করেন তার অবর্তমানে তার দুই ভাই মিলে তার ভাগের জমি আত্ম্যস্যাত করেছে। আর এতে মদত যুগিয়েছে এক ভাই সুকুমার এর স্ত্রী রীনা চক্রবর্তী। যিনি আবার বিজেপি মণ্ডল এর সম্পাদিকা। উনি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এক বিধায়ক এর সহযোগিতায় নাকি ভাশুরের নামে জ্বাল ডেথ সার্টিফিকেট বানিয়ে এই জমি তার স্বামী ও দেবরের নামে করিয়ে নিয়েছেন। শংকর বাবু কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। বাড়ি ফিরে এই ঘটনা জানাজানি হতেই উনি প্রতিবাদ জানাতে গেলে দুই ভাই সস্ত্রীক নাকি তার উপর হামলা চালাতে যায়। এই ঘটনা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে খবর ছড়িয়ে পরতেই জমির কাগজ পত্র সমেত সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে অভিযুক্ত রীনা দেবী ও তার স্বামী নিজ বয়ানে স্পষ্টীকরণ দিতে গিয়ে জানান যে শংকর বাবুর সাথে তাদের দীর্ঘদিন যোগাযোগ নেই ফলে তাড়া কেউই জানতেন না উনি জীবিত আছেন কিনা। ওদিকে তাদের তিন বোন নাকি স্বেচ্ছায় জমি ভাই দের নামে দিয়ে দিয়েছেন। রীনা দেবির মন্তব্য উনাকে ফাঁসানো হচ্ছে। যদি ঘটনা প্রমানিত হয় তবে উনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। এবার সেই একই ঘটনায় নয়া মোড় সামনে এসেছে। সুকুমার বাবু এবং তার নেত্রী স্ত্রী রীনা দেবির সমস্ত বক্তব্য কে ধুলিস্যাৎ করে দিয়ে সুকুমার চক্রবর্তীর তিন বোন জানিয়েছেন তাদের কে ফুসলিয়ে মিথ্যে কথা বলে সাদা কাগজে সই করিয়ে তাদের ভাগের পিতৃ সম্পত্তি ও দখল করেছে তাদের দুই ভাই। সঙ্গে বঞ্চিত করা হয়েছে শংকর বাবু কেও। আর এই বক্তব্য সামনে আসতেই এবার গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হতে শুরু করেছে সকলের কাছেই। তবে এই নিয়ে আইনের দ্বারস্থ হবের প্রতারিত তিন বোন ও এক ভাই। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বিজেপি নেত্রী রীনা দেবী আদৌ এই অবৈধ কাজ করেছেন কিনা, এর পেছনে কারা কারা তাদের কে মদত যুগিয়েছে — এই সব কিছুই তদন্ত মূলে বেরিয়ে আসবে বলেই আশাবাদী প্রতারিত ভাই ও বোনেরা।

কের চৌমুহনী এলাকায় বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে পুর নিগমের কড়া পদক্ষেপ

খবরে প্রতিবাদ, ২২ জানুয়ারি।। কের চৌমুহনী এলাকায় বেআইনিভাবে দখলকৃত জমিতে পাকা বাড়ি নির্মাণকে ঘিরে কড়া পদক্ষেপ নিল পুর নিগম। পুর নিগমের টাস্ক ফোর্স আগেই সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। তবে নির্দেশ অমান্য করে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাওয়ায় বৃহস্পতিবার পুর নিগমের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নির্মাণ সামগ্রী জব্দ করে নিয়ে আসে। পুর নিগম সূত্রে জানা গেছে, বেআইনি দখলকৃত জায়গায় কোনও অনুমতি ছাড়াই পাকা বাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই টাস্ক ফোর্স নির্মাণ বন্ধের নির্দেশ জারি করে। কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য হওয়ায় পুর নিগম কর্তৃপক্ষ কঠোর অবস্থান নেয়। এদিন অভিযানে গিয়ে পুর নিগমের কর্মীরা নির্মাণস্থল থেকে ইট, বালি, সিমেন্টসহ বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী তুলে নিয়ে আসে। পুর নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও শহরের বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। এদিকে জায়গা দখলকৃত ব্যক্তির দাবি, তিনি দীর্ঘ ৩০-৩২ বছর ধরে এই জায়গা দখল করে আছেন। প্রায় ৭০ বছর ধরে এই জায়গা একজনের পর একজন দখল করে ভোগ করছেন।

টিপিএসসি- র নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত দিলীপ কুমার চাকমা

খবরে প্রতিবাদ, ২২ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (টিপিএসসি) নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হলেন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক দিলীপ কুমার চাকমা। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু তাঁকে নিযুক্ত করেছেন। শুক্রবার এ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ভারতের সংবিধানের ৩১৬ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যপাল দিলীপ কুমার চাকমা, আইএএস (অবসরপ্রাপ্ত)-কে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগে সম্মতি প্রদান করেছেন। তিনি দায়িত্বভার গ্রহণের দিন থেকেই এই পদে কার্যভার গ্রহণ করবেন। নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগের ফলে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাজকর্ম আরও গতিশীল ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাগদেবী আরাধনায় এবারেও তাক লাগাচ্ছে কিরন কমার্শিয়ালস

খবরে প্রতিবাদ, ২২ জানুয়ারি।। সুদীর্ঘ ৫০ বছর যাবত বাগ দেবী বন্দনায় ব্রতী হয়ে আসছেন শহরের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিরন কমার্শিয়াল কলেজ। শিক্ষার্থীদের পাঠ দান করার পাশপাশি তাদের ভবিষ্যৎ গঠনের কারিগর হিসেবে কিরন কমার্শিয়াল কলেজ একদিকে যেমন সুনাম কুরিয়েছে তেমনি প্রতি বছর শিক্ষার্থী ও এই শিক্ষা কেন্দ্রের কর্ণধার এনজি কর্মকারের উদ্যোগে আয়োজিত বাগদেবি আরাধনা ও শহরের অন্যতম বনেদী পুজো গুলর তালিকায় নিজেদের অন্তরভুক্ত করে নিয়েছে। ধলেশ্বরের নিত্য গোপাল কর্মকার এই কিরন কমার্শিয়াল কলেজ মূলত ১৯৭৯ সালে আত্ম প্রকাশ করে। শর্ট হ্যান্ড তথা স্টেনোগ্রাফি তে বিশেষজ্ঞ এনজি কর্মকার দীর্ঘ বছর যাবত শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে আসছেন। উনার হাত ধরে আজ রাজ্যের কোনায় কোনায় বহু শিক্ষার্থী সুপ্রতিষ্ঠিত। ততসঙ্গে উনার আদর্শে অনুপ্রানিত হয়েছেন আরও বহু। এ বছরেও বাগদেবি আরাধনায় ব্রতী হয়েছেন সকলে। বৃহস্পতিবার রাজধানীর নোয়াবাদী পাল পারা এলাকা থেকে বাগদেবি কে নিয়ে যাবার সময়েই সেই চিত্র ধরা দিল আমাদের ক্যামেরায়। সঙ্গে এবারের আয়োজন নিয়েও বিস্তারিত তুলে ধরলেন কিরন কমার্শিয়াল সেন্টারের কর্ণধার নিত্য গোপাল কর্মকার। উনি জানান, প্রতি বারই বিশাল বাজেট নিয়ে বাগদেবী আরাধনায় ব্রতী হন তারা। এবছরেও পুজো বাবদ প্রায় ১ লক্ষ টাকা বাজেট রাখা হয়েছে। পুজোর দিন প্রসাদ বিতরণ তো থাকবেই, পুজোর পরের দিনেও জগন্নাথ মন্দির থেকে মহারাজ আসবেন। উনার আগমন কে ঘিরে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন রাখা হয়েছে। এছারা শিক্ষার্থীদের মিষ্টি দেওয়া হবে। সব মিলিয়ে প্রতিবারের মতই এবছরেও আনন্দ উল্লাসে পরিপূর্ণ থাকবে কিরন কমার্শিয়াল সেন্টারের পুজো। তার পাশপাশি সকল কে স্বাদর আমন্ত্রণ ও জানিয়েছেন উনি।

উচ্চ আদালতের রায় অবমাননার অভিযোগে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ প্রদেশ কংগ্রেসের

খবরে প্রতিবাদ, ২২ জানুয়ারি।। মোদী-শাহদের নেতৃত্বাধীন তথাকথিত রাজনৈতিক "ট্রিপল ইঞ্জিন" সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের উচ্চ আদালতের ঐতিহাসিক রায় অবমাননার গুরুতর অভিযোগ তুলল প্রদেশ কংগ্রেস। শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই অভিযোগ করেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উচ্চ আদালতের যুগান্তকারী রায়ে ২০০১ ও ২০০৭ সালের স্থায়ী চাকরির ক্ষেত্রে স্থির বেতনে নিয়োগের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে খারিজ করা হয়েছে। আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, ওই সময়কালে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়োগের তারিখ থেকে স্কেল অনুযায়ী সম্পূর্ণ বকেয়া বেতন এবং একসঙ্গে ৯ শতাংশ সুদসহ আগামী দুই মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। একইসঙ্গে ওই অসংবিধানিক নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করার নির্দেশও দেওয়া হয়। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেসের অভিযোগ, উচ্চ আদালতের এই রায়ের এক পক্ষকালও না যেতেই, গত ২১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে রাজ্য আয়ুষ মিশনের অধীনে স্থির বেতনের একাধিক পদে নতুন করে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেছেন রাজ্যের প্রশাসনের শীর্ষস্তরের আয়ুষ বিভাগের আইএসএস অধিকর্তা। এর মাধ্যমে রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতের রায়কে অগ্রাহ্য করেছে বলে দাবি কংগ্রেসের। প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, এই পদক্ষেপ বর্তমান রাজ্য সরকারের শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মপ্রার্থীদের স্বার্থবিরোধী মানসিকতাই স্পষ্ট করে তুলেছে। পাশাপাশি আদালতের নির্দেশ না মানার প্রবণতাও এতে প্রকাশ পেয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস আদালত অবমাননাকর এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে ওই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের দাবি করেছে। একইসঙ্গে রাজ্য সরকারকে আর কোনো কালক্ষেপ না করে শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মপ্রার্থীদের স্বার্থে এবং সর্বোপরি রাজ্যের আর্থসামাজিক স্বার্থ রক্ষায় উচ্চ আদালতের রায় দ্রুত কার্যকর করার জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

প্রবীর শীল হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার আরো তিন

খবরে প্রতিবাদ, ২২ জানুয়ারি।। ডেলিভারি কর্মী প্রবীর সেন হত্যাকাণ্ডে আরো তিনজনকে জালে তুললো পুলিশ। তাদের তুফানিয়া লুঙ্গা এলাকা থেকে গতকাল গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ তাদের আদালতের সোপর্দ করা হয়েছে। এই মামলায় আরো তিন জনকে এর আগেই গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদেই আরো তিনজনের নাম উঠে এসেছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, এই ঘটনায় নিহত প্রবীর শীলের বাবা মোট চারজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেছেন। তাদের মধ্যে তিনজনকে আগে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে আরও তিনজনকে আটক করা হয়েছে গতকাল। তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করে রিমান্ডে নিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আরও তথ্য বের করে আনা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর রয়েছে।

বিজেপি—তিপ্রা মথার সংঘাতের জেরে অটো চালকদের উপর হামলা, রাস্তা অবরোধে ভোগান্তি চরম

খবরে প্রতিবাদ, ২২ জানুয়ারি।। রাজনৈতিক টানাপোড়েনের জেরে অটো চালকদের উপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল লংতরাইভ্যালী মহকুমা। তিপ্রা মথার এক জনসভায় যাত্রী পরিবহণকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তিপ্রা মথার মধ্যে বিবাদে অটো চালকদের মারধরের অভিযোগ ওঠে। এর প্রতিবাদে অটো চালকেরা আজ ছৈলেংটা ও ছাওমনু এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তিপ্রা মথার জনসভায় মানুষ নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে ছাওমনু মণ্ডলের সভাপতি বিপ্লব চাকমার হাতে এক অটো চালক মারধরের শিকার হন বলে অভিযোগ। অটো চালকদের দাবি, কেন তিপ্রা মথার কর্মীদের সভাস্থলে নিয়ে গেছে এই প্রশ্ন তুলে আজ সকালে বিজেপির কর্মীরা এসে সিন্ডিকেট বন্ধ করে দেয়, চালকদের মারধর করে এবং অটোতে ভাঙচুর চালায়।

এই ঘটনার প্রতিবাদে অটো চালকেরা লংতরাইভ্যালী মহকুমার মনুঘাট---ছৈলেংটা---ময়নামা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। ফলে দীর্ঘক্ষণ ধরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ যাত্রীদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছায়। বিক্ষোভকারীরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার দাবি জানান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দীর্ঘ আলোচনার পর পুলিশের হস্তক্ষেপে অবশেষে রাস্তা অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছে।

সম্পাদকীয়

৩ বর্ষ, শুক্রবার, ৯ মাঘ, ১৪৩২ বাংলা

৫৬৯,৫২,৭২,০৪৯ টাকার লালসেলামি

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সিস্ট)। দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষের দল। পুঁজিবাদবিরোধী। সুতরাং তাদের আয় যে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দান থেকেই আসবে তাতে সন্দেহ নেই। তাই বলে দেশের তৃতীয় ধনিক দল হবে? ২০১৯-'২০ সালের যে সম্পদের বিবরণ দল নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিয়েছে, তাতে দলের সম্পদ পাঁচশো সত্তর কোটি টাকার কিছু কম। দল গত দশ বছরে রাজ্যের পর রাজ্য হারিয়েছে। সমর্থক কমেছে, তথাপি গত বছরে এদের আয় বেড়েছে ষাট কোটি টাকার মতন। সারা দেশে এদের উপস্থিতি নগণ্য। কয়েকটি রাজ্যেই সীমাবদ্ধ। তারা বলেছে, তাদের আয়ের উৎস হল জনগণের দান। জনগণ কত বছরে এত টাকা দান করতে পারে? বলা বাহুল্য সিপিআইএম শেয়ার বাজারে বেশ ভাল পরিমাণ টাকা লগ্নিও করেছে। তার থেকেও এদের আয় হয়েছে। আয় হয়েছে ব্যাঙ্কের সুদ থেকেও। মুখে এরা শেয়ারবাজারে লগ্নি করবার বিরোধী। অন্তত সরকারি কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড যেন কোনোভাবে সরকার বাজারে না খাটায় তার জন্য বেশ আন্দোলন করেছে এরা। মানুষকে বুঝিয়েছে শেয়ার বাজার হল ফাটকা, সেখান থেকে কোনো লাভই আসে না। শেয়ার বাজার যে ফাটকা নয়, বুদ্ধি করে বিনিয়োগ করলে লাভ হয়, তা তাদের দলীয় বিনিয়োগ দেখলে বোঝা যায়। বর্তমান ক্ষমতায় থাকা বিজেপি তিন হাজার কোটি টাকার মালিক। তারা খোলামেলা শিল্পপতিদের কাছ থেকে টাকা নেয়। লগ্নি বিনিয়োগ করে। এদের অত জনদরদী বাতেল্লা নেই। সিপিএম থেকে সামান্য এগিয়ে থাকা কংগ্রেসেরও নেই। তথাপি কংগ্রেসের সম্পত্তির পরিমাণ ৫৮৮ কোটি টাকার মতন। যদি সমর্থকের হিসাব ধরা হয়, যদি ক্ষমতায় থাকার কথা বলা হয়, তাহলে কংগ্রেস সিপিএমের থেকে অনেক এগিয়ে। তাহলে এদের এই অবস্থা কেন? সুতরাং তিন রাজ্যে ক্ষমতায় থেকেই সিপিআইএম মূলত এই বিপুল সম্পত্তি গড়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, এদের কাগুজে হিসাবনিকাশ অত্যন্ত সুচতুর ভাবে রক্ষিত। ফলে এদের ধরা কঠিন। সরকারি প্রকল্পের টাকা এদের পার্টি অফিসে বাহিত হয় — এই অভিযোগ তাহলে সত্য। নাহলে পুঁজিপতির থেকে টাকা না নিয়ে, অত বড়ো সম্পত্তি সিপিআইএম করল কিভাবে? অত টাকা নিশ্চয়ই ভুখানাঙ্গা মানুষের লালসেলামি হিসেবে আসেনি। সবচেয়ে আশ্চর্যের হল তৃণমূল কংগ্রেস এদের থেকে অনেক অনেক পিছিয়ে আছে সম্পদের বিষয়ে। সুতরাং সারদা-নারদা বলে এরা যে সংগীত গাইত, তার আপাতত কোনো সরকারি প্রমাণ থাকছে না। বরং সিপিএম বলুক, তাদের এই বিপুল সম্পদভার কোথা হতে এসে জমা হল। জনসমর্থন হারিয়ে, ক্ষমতায় না থেকে গত অর্থবছরে তাদের আয় বাড়লই বা কিভাবে?

পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি : ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : রামঠাকুর সংঘ : ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাব: ৮৭৯৪১৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি: ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ : ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা : ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার : ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া : ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইণ্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫।

বার্ধক্যকে অবশ্যই বরণ করতে হবে

প্রবীণ কারা? ষাট বছরের বেশি বয়সীরা প্রবীণ। উন্নত দেশ গুলিতে পঁয়ষট্টি বছরের অধিক বয়সীরা প্রবীণ। আর আমরা বেঁচে থাকলে বার্ধক্যকে অবশ্যই বরণ করতে হবে।প্রবীণের চাহিদা কি? ভাল বিছানা, সুস্বাদু খাবার, পরিষ্কার কাপড় চোপড়, চিকিৎসা সেবা, নিয়মিত ঔষধ পত্র, যত্ন আত্তি পাওয়া, আত্মীয় স্বজনকে দেখা, মর্যাদা সম্মান পাওয়া, যে কোন বিষয়ে মতামত দেয়া, ধর্মকর্ম করা, বেড়াতে যাওয়া, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে যাওয়া ইত্যাদি।প্রবীণের সংকট কি? প্রথমত: প্রবীণের শারীরিক সংকট। যেমন চোখে কম দেখা, কানে কম শোনা, সারা শরীরে ব্যথা, উচ্চ রক্ত চাপ, প্রস্রাবের সমস্যা- ডায়েবেটিস, বাতের ব্যথা, মাথা ঘোরা-ঝিম ঝিম করা, শরীরে চুলকানি, শরীর খসখসে হওয়া, ঘনঘন পড়ে যাওয়া, কোষ্ঠ কাঠিন্য, হার্টের সমস্যা, ফুসফুসে সংক্রমণ, রক্তে চর্বি বেড়ে যাওয়া, ভুলে যাওয়া, খাবারে রুচি না থাকা, পেট ফাঁপা বুকজ্বালা ইত্যাদি। প্রবীনরা গড়ে পাঁচটি রোগ বহন করে। কারো কারো আরও বেশি রোগ রয়েছে।দ্বিতীয়ত: প্রবীণের মানসিক সংকট, আর্থিক সামর্থ্য না থাকা, সমাজে পরিবারে গুরুত্ব না পাওয়া, রাগ বেড়ে যাওয়া, নালিশ করার প্রবণতা, একাকীত্ব, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন- কথা বেশি বলা, নিজকে পরিবারের বোঝা মনে করা, পরিবারের সদস্য কর্তৃক অপমান, অবহেলা, গালাগালি ইত্যাদি।প্রবীণ নিজে মানতে চায়না তাঁর শারীরিক বয়স হয়েছে। বয়সের কারণে তাঁর নানা ধরনের রোগ শরীরে বাসা বেঁধেছে। প্রবীণ বলবে, ”আগে আমার কোন রোগ ছিল না, আমি ভালই ছিলাম।” প্রবীণের শারীরিক সংকট নিরসনে ডাক্তার হাসপাতালের সহযোগিতা নিতে হবে। অবহেলা বা দেরি করলে প্রবীণ বেশি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। চিকিৎসা ও ঔষধপত্র ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতার আশ্রয় নিতে হবে। প্রবীণ ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যকর পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। প্রবীণ বয়সে পুরুষ ৬০০ ক্যালোরী এবং নারী ৩০০ ক্যালোরী খাবার কম গ্রহণ করবেন। শরীরের যত কেজি ওজন তত গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে। ধরুন কারো ওজন ৬০ কেজি, তিনি ৬০ গ্রামের বেশি প্রোটিন খাবেন না। বেশি পরিমাণ প্রোটিন গ্রহণ করলে লিভার এবং কিডনীর উপর চাপ বাড়ে। আবার কেউ যদি পরিমাণে কম প্রোটিন গ্রহণ করেন তাতে শরীরে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট পান যে সব প্রবীণ শারীরিকভাবে অক্ষম, চলাফেরা করতে পারেন না। তাঁদের সেবা যত্ন ঠিকমত হয় না। কাপড় চোপড়-বিছানা পত্র পরিষ্কার থাকে না। অনেক সময় দুর্গন্ধ মারাত্মক আকার ধারণ করে।

নটরাজের সাহেবের ভয়

লীলা মজুমদার

আমাদের রাঁধবার লোকটির খাসা রান্নার হাত থাকলেও একটা মুশকিল ছিল যে রান্নাঘরে সে কিছুতেই একা থাকবে না। বলুন তো আজকালকার দিনে এসব নবাবী করলে কেমন করে চলে? অথচ দিশি রান্না ছাড়াও সে আশ্চর্য সব বিলিতি রান্না জানত; পুদিনা দিয়ে একরকম অম্বল করত, বাতাসার সঙ্গে তার কোনো তফাত ছিল না। দুধ দিয়ে আর এক চামচ মাখন দিয়ে এমন চিংড়ি মাছ করত সে না খেলে বিশ্বাস হয় না। বন্ধু বান্ধবরাও তারিফও করত যেমন, হিংসাও করত তেমনি। এখন ঐ একটি অসুবিধার জন্য সব না পণ্ড হয়ে যায়।

আমি বললাম, "নটরাজ, তা বললে চলবে কেন, আজকাল একটা লোক পুষতেই ট্যাঁক গড়ের মাঠ! তোমার জন্য আবার একটি সঙ্গী এনে দিতে হবে, এ বাপু তোমার আব্দার। চারটি মনিষ্যির রান্নার জন্য দু-দুটো লোক এ কে কবে শুনেছে?"

নটরাজ মাথা নিচু করে বলল, "ঠিক তা নয়, মা। অন্য লোকটার রান্না না জানলেও চলবে। ওই সামান্য কাজ, সে আমি একাই করে নিতে পারি। সেজন্য নয়।"

অবাক হয়ে বললাম, "তবে?"

নটরাজ মাথা চুলকে বললে, "আসল ব্যাপার কী জানেন মা, রান্নাঘরে একা আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।"

"তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। একা আবার কী? সন্ধেবেলা টিকারামের সেরকম কাজ থাকে না, সে তো স্বচ্ছন্দে ওখানে বসতে পারে। ভূতের ভয় আছে বুঝি? পাড়াগাঁর লোকদের ওই এক মুশকিল। আসলে যে-সব ভয়ের জিনিস, এই যেমন চোর-ছ্যাঁচড়, তার ভয় নেই, দিব্যি পিছনের দরজা খুলে রেখে বিড়ি কিনতে যাবে, অথচ ভূত আছে কি নেই, তারই ভয়ে আধমরা। এটা কি ঠিক উচিত হল বাছা? গাঁ থেকে চলে এসেছিসও তো বহুদিন। আর দিনের বেলায় ভূতের উপদ্রব কে কবে শুনেছে?"

নটরাজ কখনো মুখোমুখি উত্তর দেয় না। নরম গলায় বললে, "গাঁয়ে থাকতে কিছুতেই ভয় করতাম না মা। গাঁ ছেড়ে এসেই তো যত বিপদ।"আমি চালের বাক্সের উপর বসে পড়ে বললাম, "ব্যাপারটা একটু খোলসা করেই বল না, দেখি কী করতে পারি।"

যেন একটু খুশি হয়ে নটরাজ বললে, "মানুষ সাথী না হলেও চলবে, মা।" শুনে আমি দারুণ চমকে ওঠাতে আরো বলল, "মানে একটা কুকুর হলেও হবে, মা! একটা বড় দেখে কুকুর হলেই সবচেয়ে ভালো হয়।" আমি অবাক হয়ে বসেই রইলাম, নটরাজ বলল, "বুঝলেন মা, বাড়ি আমাদের অজয় নদীর ধারে, ইলেম বাজারের পাশে। বোলপুর সিউড়ির বাস ওর ধার ঘেঁষে যায়। আমাদের মা মহামায়ী এমনি জাগ্রত দেবতা, মা, যে গোটা গাঁটাকে বুকে আগলে রেখেছেন, কারো চুলের ডগা ছোঁয় ভূত-পিরেতের সাধ্য কী! ভূতের ভয় কোনোদিনই ছিল না।

"কিন্তু বাড়িতে খাওয়া জুটত না তাই নকুড়মামার সঙ্গে কলকাতায় এলাম। ঐ যে মিশিন রো, ঐখানে এক বাঙালি সাহেবের বাড়িতে নকুড়মামা চাকরি জুটিয়ে দিলেন। শুনতে বেশ ভালোই চাকরি মা। সাহেবের পরিবার নেই, দিনভর বাইরে বাইরে থাকে, দুপুরে আপিসে খায়, চাপরাশি পাঠিয়ে দেয়, আমি রেঁধে-বেড়ে টিপিনকারিতে গুছিয়ে দিই, সাদা ঝাড়নে পিলেট কাঁটা চামচ বেঁধে দিই; ওদিকে সৌখীনও ছিল মন্দ না। আর সারাটা দিনমান বাড়ি আগলাই, ঝাড়-পোঁচ করি, খাইদাই। আবার বিকেলে রাতের জন্য রাঁধাবাড়া করি, সাহেবের চানের জল গরম করে রাখি। রাত নটা-দশটার সময় সাহেব আসে, প্রায়ই দুটো-একটা বন্ধুবান্ধবও সঙ্গে আনে, তারাও খায়-দায়।

"সারাদিন বেশ যেত মা, ঐ রাতেই যত মুশকিল। সাহেব লোক খুব মন্দ ছিল না, মা, দয়ামায়াও ছিল, আমায় এটা ওটা দিত, দেশের চিঠিপত্তর এল কি না জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু বোধ হয় নেশা-ফেশা করত ওরা সবাই, নিশ্চয় করত, নইলে হঠাৎ হঠাৎ এমন সব অদ্ভুত ফরমায়েস করত যে আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যেত।

রাতে কীরকম গুম হয়ে থাকত। আমার দিকে চাইত যখন চোখ দুটোকে দেখে মনে হত, যেন ছেলেদের খেলার দুটো গোল গাল মার্বল। কীরকম একদৃষ্টে চেয়ে থাকত, কথা বলত না, আমার বুকটা টিপ্‌টিপ্ করতে থাকত। ভাবতাম চলে যাই, আবার দেশের বাড়ির অভাব অনটনের কথা মনে করে থেকে যেতাম। অন্য সময় সত্যি লোক ভালোই ছিল। রাতে বদলে যেত।

''আমরা মিশিন রো'র ঐ আদ্যিকালের পুরোনো বাড়িটার তিন তলায় একটা ফ্ল্যাটে থাকতাম। রান্নাঘরের পাশে চাকরদের সিঁড়ি, তারই ওধারে পাশের ফ্ল্যাটের রান্নাঘরের দরজা। তাইতেই আমার সুবিধা হয়ে গিয়েছিল। ঐখানে এমন ভালো এক মেম থাকত মা, আধ বুড়ি, সবুজ চোখ, লাল চুল, দিব্যি বাংলা বলে, আর মা, দয়ার অবতার।" বলে নটরাজ বোধ হয় তারই উদ্দেশে বার বার নমস্কার করল।

"বিপদে পড়লেই আমাকে বাঁচাত। দোরগোড়ায় একবার দাঁড়ালেই হল। কী করে যেন টের পেয়ে যেত, অমনি দরজা খুলে বেরিয়ে আসত। "আজ আবার কী চায়? সাদা সির্কা? তা অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? এই নে।' বলে হয়তো একটা গোটা বোতলই দিল আমার হাতে। কাজ শেষ হলে কিছু বাকি থাকলে ফিরিয়ে দিতাম। "কিংবা হয়তো, 'কী হল আবার? গুলাস? আয় আমার সঙ্গে।' ওদের রান্নাঘরটি মা সাক্ষাৎ স্বগ্‌গ! কী ছিল না সেখানে? যা দরকার দেরাজ খুলে, ডুলি খুলে বের করে দিত। সব ঝক্ ঝকতক্ তক্, করত। বাসনের পিঠে মুখ দেখা যেত। ঐখানেই মা ওনার কাছেই আমার রান্না শেখা, সকালে কি দিনের বেলায় কত যত্ন করেই যে শেখাত, মা। নইলে আর পাড়াগাঁয়ের মুখ্যু ছেলে আমি, এত সব জানব কোত্থেকে!"

"তাই বল নটরাজ, আমি বলি এত ট্রেনিং কোথায় পেলি? তাপ্পর, ও চাকরি ছাড়লি কেন?"

"ছেড়েছি কি আর সাধে, মা। একটি বচ্ছর এক নাগাড়ে কাজ করেছিলাম, একবারও দেশে যাইনি। কলকাতায় ঐ এক নকুড়মামাকে চিনি, তা সেও আমাকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে এমনি ডুব মারল যে বচ্ছরান্তে তার আর পাত্তা পেলাম না। কেউ আমার সঙ্গীসাথী ছিল না, মা। বয়সটাও বেশি ছিল না, এমনি দারুণ মন খারাপ হয়ে যেত, মা, সময়ে সময়ে, মাঝে মাঝে দুপুরে হাঁটুর উপর মুখ গুঁজে কান্নাকাটি করতাম!

"একদিন মেম টের পেয়ে আমাকে একটি সুন্দর ছবির বই দিয়ে গেল বিলেত দেশের কত ছবি। পেরথম পাতায় মেয়ের নাম ছিল, সে তো আমি পড়তে পারি নে, বলেছিল ওটা কেটে আমার নাম লিখে নিতে। করেছিলামও তাই। কিন্তু ও চাকরি আমার আর বেশিদিন টিকল না।

''একদিন রাত্রে সাহেবকে খাইয়ে-দাইয়ে রান্নাঘরে এসে বইটা ঘাঁটছি, আর থেকে থেকে মেমের দরজার দিকে তাকাচ্ছি, ভোরের চায়ের দুধ ছিঁড়ে গেছে, তাই ও আমায় এক কাপ দেবে বলেছিল। এমনি সময় বোধ হয় আমাকে ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পেয়ে, সাহেব এসে হাজির।

"আমার তো হয়ে গেছে, বুঝতেই পারছেন! রাগে সাহেবের মুখ লাল হয়ে উঠেছে, রাতে ঐরকম সামান্য কারণেই রেগে চতুর্ভুজ হয়ে উঠত। কী একটা বলতে যাবে, এমনি সময় বইটার উপর চোখ পড়ল!

"অমনি কী বলব মা, ওর মুখটা দেয়ালের মতো সাদা হয়ে গেল, দেহটা কাঁপতে লাগল। পাগলের মতো ছুটে এসে আমার গলা টিপে ধরে ঝাঁকাতে লাগল, 'বল হতভাগা, ও বই কোথায় পেলি?' অনেক কষ্টে বুঝিয়ে বলাতে, কীরকম অদ্ভুত করে হেসে বলল, 'আমার সঙ্গে চালাকি! ওখানে মেম থাকে না আরো কিছু! ওটা আগাগোড়া গুদোমখানা, আমাদেরই অফিসের গুদোমখানা, কেউ থাকে না। বলকে তোকে এ সব শিখিয়েছে? নইলে মেরেই ফেলব। জানিস দরকার হলে মানুষ মারতেও আমার বাধে না।'

''ভয়ে কেঁদে তার পায়ে পড়ছিলাম, মা। বার বার বলতে লাগলাম ঐ রান্নাঘরে খোঁজ করতে, মেম নিশ্চয় স্বীকার করবে ও বই ও-ই দিয়েছে। তাই শুনে রাগে অন্ধ হয়ে সাহেব ছুটে গিয়ে দরজায় দমাদম কীল মারতে লাগল। কীলের চোটে দরজার ভিতরকার ছিটকিনি খসে গেল, দরজা খুলে গেল।

"অবাক হয়ে দেখলাম, কোথায় ঝকঝকে রান্নাঘর! এ ঘরের ছাদ থেকে মেজে অবধি পোকা খাওয়া কাগজপত্রে ঠাসা।

"সাহেব আমাকে ঘাড় ধরে এ ঘর থেকে ও ঘর নিয়ে ঘুরিয়ে আনল। কোথাও মানুষের বাসের কোনো চিহ্নই নেই মা, শুধু খাতাপত্র, কাগজের তাড়া।

"তার পর আবার ফিরিয়ে এনে, ওদের রান্নাঘরের দরজা ভেজিয়ে, আমাকে তেমনি করে ধরে আমাদের রান্নাঘরে এসে ঢুকল। এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। কিন্তু মা, তার ঐ মার্বেল পাথরের মতো চোখের কথা মনে করে এখনো গা শিউরে ওঠে। ঐরকম অদ্ভুত করে আমার দিকে চেয়ে, বইটাকে আমার মুখের কাছে তুলে ধরে, চাপা গলায় বলল, ''শেষবারের মতো জিজ্ঞাসা করছি, কে তোকে আমার পেছনে লাগিয়েছে? এ বই কোথায় পেলি? মেমের কথা কে বলেছে?" সত্যি বলব মা, তখুনি আমি ভয়ের চোটেই মরে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময়, ক্যাঁচ করে অন্য রান্নাঘরের দরজাটা খুলে গেল; সবুজ চোখ, লাল চুল, আধাবয়সি মেমটি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে, সাহেবের হাত থেকে বইটা টেনে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে আস্তে আস্তে আবার ওই রান্নাঘরে ঢুকে গেল, দরজাটা আবার ক্যাঁচ করে বন্ধ হয়ে গেল। আর সাহেবও গোঁ গোঁ শব্দ করে অজ্ঞানই হয়ে পড়ে গেল, না মরেই গেল সে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম না; হুড়মুড় করে ঐ পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে, সোজা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে বিনা টিকিটে একেবারে দেশে চলে গেলাম।"

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "তার পর সাহেবের খবর নিলি না?" নটরাজ বললে, "ও বাবা! আমি আর সেখানে যাই! পাঁচ বচ্ছর দেশে বসে রইলাম। রোজই ভয় হত ওই বুঝি পুলিশ এল সাহেব কী করে ম'ল জিজ্ঞাসা করতে। কিন্তু সে মরেনি নিশ্চয়।"

"তার পর দেশে খাওয়া জোটে না মা, তাই আবার এলাম কাজ করতে! এইখানেই মন বসে গেছে মা, যদি একটি বড় দেখে কুকুর রাখেন তো থেকেই যাই।"

আমি চিন্তিত হয়ে বললাম, "কুকুরে কি ওনাদের ঠেকাতে পারে রে।" নটরাজ জিব কেটে বললে, "ছি ছি! ও কথা ভাবলেও পাপ। ওনার জন্য কুকুর নয়, বলি কী সাহেবটা যদি আমার খোঁজ পায় তাই।"

রসগোল্লার উৎপত্তি কোথায়

সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী

তৃষ্ণার্ত শিশুটি একটু জল খেতে চেয়েছিল। রায়বাহাদুর ভগবান দাসের ল্যাণ্ডো সেদিন দাঁড়ালো একটি মিষ্টির দোকানের সামনে। শিশুটিকে দোকানদার শুধু জল দিলেন না ,সঙ্গে দিলেন তাঁর তৈরি একটি বিশেষ ধরনের মিষ্টি। ছেলেটি মিষ্টি খেয়ে মোহিত হয়ে বাবাকে অনুরোধের সুরে বলল -বাবা একটা খেয়ে দেখ''। রায়বাহাদুর খেলেন। ছেলে যে একদম সঠিক বলেছে,এমন অপূর্ব স্বাদের মিষ্টি যে তিনি অতীতে কোনওদিন খান নি। জিজ্ঞেস করলেন কি নাম এর?নবীন বলেছিল ''রসগোল্লা। এ আপনি আর কোথাও পাবেন না''। রায়বাহাদুর নির্দেশ দিলেন যা আছে সব গাড়িতে তুলে দিক। সেই দিন থেকে রসগোল্লার সাথে চিরদিনের মত জুড়ে গেল নবীনচন্দ্র দাশের নাম,আর বোধহয় তখন থেকে শুচি-শুভ্র রসগোল্লা জয় করে নিল আবালবৃদ্ধ বনিতার হৃদয় ও রসনা। উত্তম ভোজনের পর অনেকেরই শেষপদ রসগোল্লা না থাকলে মনোভঙ্গ হয়। পৃথিবীর যেকোনও প্রান্তে বাঙালির শুভ অনুষ্ঠান হচ্ছে অথচ রসগোল্লা নেই,ভাবা যায় না। রসগোল্লা এমন একটা মিষ্টি পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেলে সাধারণত মিষ্টিমুখ করা হয় রসগোল্লা দিয়ে ঠিক তেমন কোনও বিষয়ে অকৃতকার্য হলে শুনতে হয় শেষ পর্যন্ত রসগোল্লা পেলি।পৃথিবীর যেকোনও প্রান্তে বাঙালির শুভ অনুষ্ঠান হচ্ছে অথচ রসগোল্লা নেই, ভাবা যায় না।স্পঞ্জের মতো বস্তু, চাপ দিলে আবার আগের আকার ফিরে আসে,দাঁতের সঙ্গে খেলা করে,শ্বেত,মুগ্ধ,স্নিগ্ধ,শান্ত, অনেকগুলি একসঙ্গে থাকলে দেখেও দৃষ্টিসুখ, বিরক্তি আসে না হৃদয়ে।

নির্দিষ্ট ভাবে বলা সম্ভব না হলেও একথা নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব ১৮৪৬-১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রসগোল্লা জন্ম নিয়েছে। ফুলিয়া জন্ম দিতে পারে,তবে শান্তিপুরের রসগোল্লার নাম ছড়িয়ে ছিল নানা দিকে। অর্থাৎ জন্ম হলেও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে শান্তিপুরে। কালিদাস ইন্দ্র শান্তিপুরের রসগোল্লা আনলেন বাগবাজারে,তাঁর বাবা রামকৃষ্ণ ইন্দ্র রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিটে একটি মিষ্টির দোকান খুলেছিলেন,এবং তাঁর আবিস্কার করা সন্দেশ ''রামকৃষ্ণের চাকী'' সবার কাছে অতি উপাদেয় মিষ্টি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বেশ কয়েকটি স্থান ঘুরে রসগোল্লা অবশ্য পূর্ণতা পেল নবীনচন্দ্রের হাতে, নানা পরীক্ষার পর রসসাগরে ভাসমান অসংখ্য জালিযুক্ত ও রসে পূর্ণ ছানার গোলক তৈরি করে তিনি নাম দিয়েছিলেন (স্পঞ্জ রসগোল্লা)। বলা বাহুল্য স্পঞ্জের রসগোল্লার নির্মান নৈপুণ্যে বাঙলায় মিষ্টান্ন প্রস্তুতের ইতিহাসে অমর একটি নাম নবীনচন্দ্র দাশ। রসগোল্লাহীন বঙ্গজীবনের কল্পনা অসম্ভব ঠেকলেও তার বয়স মোটে দেড় শতক। 'রসগোল্লার কলম্বাস, বাগবাজারের ''নবীন দাশের' সঙ্গে

নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তিনি জন্মগ্রহন করেছিলেন ১৮৪৫সালে,এর দু''মাস আগে তাঁর পিতা পরলোকগমন করেছিলেন,মাতা চন্দ্রাবলী দেবী অসহায় অবস্থায় পড়েন,আশ্রয় পেয়েছিলেন জ্ঞাতিদের সংসারে,স্বভাবত নবীনচন্দ্রের বাল্যজীবন দুঃখে অতিবাহিত হয়। পড়াশুনা শুরু করেছিলেন বটে তবে কিছুদিন পরে পড়াশুনা বন্ধ হয়। মোটামুটি ১৮৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে বাগবাজারের বিখ্যাত কালিদাস ইন্দ্র''র দোকানে চাকরিতে ঢুকেছিলেন। তখন অবশ্য রসগোল্লার নামে শক্ত দানাদার, চিনি দিয়ে ঢাকা বা ডেলা রসগোল্লা তৈরি হত। এই ডেলা রসগোল্লা ভিতরে শক্ত,কোথাও আবার সুজি মিশিয়ে তৈরি করা হত। ১৮৬৪ সালে মায়ের পরামর্শে নবীনচন্দ্র জোড়াসাঁকোর ধারে নিজের একটি মিষ্টির দোকান খুললেন,এই দোকানটি অবশ্য সন্দেশের মিষ্টি দিয়ে শুরু হয়েছিল। এখানে একটি তথ্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন ব্রজ ময়রা ১৮৬৬ সালে প্রথম রসগোল্লা আবিস্কার করেন বলে অনেকে মনে করেন! ''বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩১৩ সনের কার্য্যবিবরণীতে (পৃ.১১১) ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ''লুচিতকারী'' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন ''আজ খাদ্যসামগ্রীর প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছিলেন....... রসগোল্লার প্রত্নতত্ত্ব বলিয়া রাখি উহার বয়স ৫০/৬০বৎসরের অধিক নহে। কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া গ্রামে রসগোল্লার জন্মভূমি। ওই গ্রামের হারাধন ময়রা রানাঘাটের (জমিদার) পালচৌধুরী মহাশয়দের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত। তাহার শিশুকন্যা কাঁদিতেছিল,তাহাকে স্বান্তনার জন্য উনানের উপর তৈয়ারি রসে ছেনা ফেলিয়া দেখিল উৎকৃষ্ট সামগ্রী তৈয়ারি হইয়াছে। পালচৌধুরী জমিদারেরা উহার ''রসগোল্লা'' নামকরণ করেন''। কয়েক বছর আগে রসগোল্লার উৎপত্তি কোথায়-এই নিয়ে জব্বর লড়াইয়ে মেতে ওঠে দুই প্রতিবেশী রাজ্য বাংলা ও ওড়িশা। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসি হাসে আমাদের রাজ্য, বাংলা ও বাঙালি। রসগোল্লার জিওগ্রাফিক ইন্ডিকেশন ট্যাগ আমাদের রাজ্যের দখলে আসে। অনেক পরে 'জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেটর' তকমাও পায় ওড়িশার রসগোল্লা। আপাতত দুটো রাজ্য বোধহয় রসগোল্লার লড়াইয়ে ''ড্র'' অবস্থায় আছে!

মৃত সন্তানের সামনে রবীন্দ্র সংগীত শুনলেন

নিজের মৃত সন্তানের দেহের সামনে দাঁড়িয়েও তিনি রবীন্দ্রনাথের গানের শুচিতাকে নষ্ট হতে দেননি! নিজের পুত্রের শবদেহ ঘিরে স্বজনদের সাথে ভাগ্যহারা পিতা সুবিনয় রায়। ব্রাহ্মরীতি অনুযায়ী সবাই গাইছেন 'কত অজানারে'। গান শেষ হলে সুবিনয় রায় বললেন আর একটা গান হবে। অপর পুত্র সুরঞ্জনকে চাপা স্বরে বললেন, 'এ বার গানটা তুই ধর তো, আগের গানটার স্কেল ঠিক ছিল না'। পঙ্কজকুমার মল্লিক, সুবিনয় রায়ের কাছে দু''বছর রীতিমত গুরুদক্ষিণা দিয়ে রবীন্দ্রসংগীত শিখেছেন, বয়সে তিনি সুবিনয় রায়ের চেয়ে বড়।পঙ্কজ মল্লিক বলতেন গুরুদক্ষিণা না দিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। গানের প্রতি সুবিনয় রায়ের অকৃত্রিম আগ্রহের কারণে অভিভাবকেরা তাঁকে শান্তিনিকেতনের 'শিক্ষাভবন'-এ পাঠান আইএসসি পড়তে। সুবিনয় যে ভাল গাইতেও পারেন, তা প্রথম আবিষ্কার করেছেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার।

রবীন্দ্রসংগীতের প্রথিতযশা শিল্পী সুবিনয় রায়ের জীবনে রেডিও অডিশন পর্ব চমকপ্রদ নয় বেশ আশ্চর্যজনক। গান শিখেছেন অনেকের কাছেই। কলকাতায় গিরিজাশঙ্করের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়। তিনি বলতেন রোজ একটি করে রবীন্দ্রনাথের গান শোনালে তিনিও একটি গান শেখাবেন। সুবিনয় যতক্ষণ গাইতেন তিনি চোখ বুজে শুনতেন। অপর আর এক গুরু সুরেশ চক্রবর্তী, অনেক দুষ্প্রাপ্য ধ্রুপদ তাঁর কাছে শিখেছেন। তিনি সুবিনয় রায় কে রেডিওতে অডিশন দিতে বললেন এবং সুবিনয় যথারীতি ফেল করলেন। পরের বার তিনি বললেন হাল্কা ধরনের রবীন্দ্রসংগীত '' আধুনিক '' বলে গাও, রবীন্দ্রসংগীত বলার দরকার নেই।

সুবিনয় অবাক হয়ে বললেন সে কি! এমন হয় নাকি! গুরুর কথা - যা বলছি করে দেখনা। সম্ভবত এই ঘটনা ১৯৪৩ সালের। সুবিনয় গাইলেন '' শীতের হাওয়ায় ''।

রবীন্দ্রনাথের গানের গলা কেমন ছিল? সুবিনয় বলেছেন' উঁচু সুরের গলা, টপ্পার দানা,মীড় সব মিলিয়ে অপূর্ব'। উত্তরায়ণে রিহার্সাল হত, গান শেখাতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শৈলজানন্দ মজুমদার এস্রাব বাজাতেন। সেখানে প্রথমে '' পঞ্চাদশী'' গানটি কোরাসে শিখেছিলেন কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেশ্বরী দত্ত নীলিমা সেনের সঙ্গে। সবাই মিলে কোরাসে আরও শিখেছিলেন '' নিবিড় মেঘের ছায়া'' ও '' এসোগো জ্বেলে দিয়ে যাও''।

একসময় বি এস সি পড়ার জন্য সুবিনয় রায় কে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। মন খুব খারাপ। প্রিয় শৈলজদা বললেন তুমি পাশ করে আবার শান্তিনিকেতনে এসো।

কলকাতায় সুবিনয় রায়ের জন্ম ১৯২১ সালের ৮ নভেম্বর এক ব্রাহ্ম পরিবারে। আদতে এই বসুরায় পরিবারের আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের মালুচি গ্রামে। বাবা বিমলাংশু প্রকাশ রায় ছিলেন একাধারে রসায়নবিদ ও সাহিত্যিক। সে কালের বিখ্যাত আমেরিকান বহুজাতিক সংস্থা 'বার্ড কোম্পানি'র কলকাতার অফিসের চিফ কেমিস্ট। সুবিনয়ের ছেলেবেলা কেটেছিল ব্রাহ্ম জীবনচর্য্যা, মূল্যবোধ, ব্রাহ্মসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীতের আবহাওয়ার মধ্যে। তাঁর মা-মাসিরা গান শিখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গুণীজনের কাছে। মা ছিলেন সুবিনয়ের প্রাথমিক অনুপ্রেরণা। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে সুবিনয় সিটি কলেজে ভর্তি হন আইএসসি পড়তে। কিন্তু গানের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আগ্রহের কারণে অভিভাবকেরা তাঁকে শান্তিনিকেতনের 'শিক্ষাভবন'-এ পাঠান আইএসসি পড়তে।

বিএসসি পাশ করার পরে বিবিদি অর্থাৎ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর চিঠি সমরেশ বাবু অধ্যাপকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ওই দায়িত্ব সুবিনয়কে নিতে হবে। খুব খুশি হয়েছিলেন। নিজের সাধনার পীঠস্থানে গেলেন অধ্যাপনা করতে। জীবন হয়ে উঠল স্বর্গলোক। কিন্তু ওই সুখ স্থায়ী হল কোথায়! কলকাতা থেকে আবার পিতৃদেবের ডাক চাকরি করতে হবে। ওই সময় সংগীত ভবনের ফাইলে ইন্দিরা দেবী কনফেডেন্সিয়াল নোটে লিখেছেন সুবিনয় চলে গেলে সংগীত ভবনের সত্যি করে ক্ষতি হবে। চাটার্ড লাইব্রেরিয়ানশিপ পড়তে সুবিনয় গেলেন ইংল্যান্ডে অবশ্যই চাকরি ছেড়ে। প্রশান্ত মহলানবীশ তখন লন্ডনে। জানতে চাইলেন তিনি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে কাজ করবে কিনা। এত ভাল সুযোগ কেউ ছাড়ে নাকি। সুবিনয় রায় সম্মতি জানালেন।

প্রথম রেকর্ড করেছেন কলম্বিয়া লেবেলে। পঙ্কজ মল্লিককে সুবিনয় রায়কে অগজের মত শ্রদ্ধা করতেন, আদর করে বলতেন অধ্যাপক। খোদ সুবিনয় অবশ্য প্রিয় পঙ্কজদার গানের ভক্ত ছিলেন।

অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের জেরে রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনা বন্ধ করে দিয়েছে ভারত, দাবি মার্কিন অর্থসচিবের

নয়াদিল্লি ঃ ভারতের পণ্যের উপরে প্রথমে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল আমেরিকা। পরে রাশিয়া থেকে তেল কেনার 'শাস্তি' হিসাবে অতিরিক্ত আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর হুঁশিয়ারি ছিল ৫০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর। বুধবার মার্কিন অর্থসচিব স্কট বেসেন্টের দাবি, রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে ভারত।

প্রসঙ্গত, আমেরিকার সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহামের প্রস্তাব ছিল, যে সমস্ত দেশ বা কোনও দেশের কোম্পানি যদি ভ্লাদিমির পুতিনের দেশ থেকে তেল কিনে তা বিক্রি করে ওই সমস্ত দেশের উপরে ৫০০ শতাংশ কর আরোপ করা হোক। আমেরিকার সেনেটের বিদেশ বিষয়ক কমিটিতে এই প্রস্তাবকে বিপুল ভাবে সমর্থন জানানো হয়েছিল। আগেই ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ থামানোর লক্ষ্যেই পুতিনের দেশ থেকে তেল আমদানি করে এমন দেশগুলির উপরে শুল্ক আরোপ করা হচ্ছে। বুধবার ইউরোপের দেশগুলির সমালোচনা করে মার্কিন অর্থসচিব জানান, রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে কয়েক বছর কেটে গেলেও বিভিন্ন দেশ রাশিয়া থেকে তেল কেনা অব্যাহত রেখেছে। সেই টাকা থেকেই মস্কো যুদ্ধের রসদ পাচ্ছে। তাঁর দাবি, নিজেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে জেনেও ইউরোপের দেশগুলি পুতিনের দেশ থেকে তেল কেনা অব্যাহত রেখেছে।

ভারত প্রসঙ্গে আমেরিকার দাবির প্রেক্ষিতে এখনও ভারতের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

আবার অন্ধ্রপ্রদেশ! যাত্রিবাহী বাসের চাকা ফেটে ডিভাইডারে ধাক্কার পরই আগুন, ঝলসে মৃত তিন, আহত অনেকে

নয়াদিল্লি ঃ আবার অন্ধ্রপ্রদেশ। যাত্রিবাহী চলন্ত বাসে আগুন ধরে গিয়ে মৃত্যু হল তিন জনের। আহত অনেকে। বুধবার মাঝরাতে সকালে ঘটনাটি ঘটেছে নান্দিয়াল জেলায়।

জানা গিয়েছে, বাসটি অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর থেকে তেলঙ্গানার হায়দরাবাদে যাচ্ছিল। সেই সময় আচমকাই বাসের ডান দিকের চাকা ফেটে যায়। চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। বাসটির গতি বেশি থাকায় সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। তার পর সেটি ডিভাইডার টপকে পাশের লেনে উঠে যায়। সেই সময় ওই লেন ধরেই একটি ট্রাক আসছিল। সেটিতে অনেক মোটরবাইক ছিল। বাসের সঙ্গে ওই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তার পরই ট্রাক এবং বাসে আগুন ধরে যায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে রাত দেড়টা নাগাদ। স্থানীয়েরা জানিয়েছেন, মাঝরাতে বিকট একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যায় তাঁদের। রাস্তায় এসে দেখেন একটি বাস এবং ট্রাকের সংঘর্ষ হয়েছে। আগুন ধরে গিয়েছে দু'টি বাহনেই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা উদ্ধারকাজে হাত লাগান। বাসের হেল্পার জানলা ভেঙে যাত্রীদের উদ্ধার করেন। স্থানীয়েরাও তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেন। কিন্তু আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল যে সকলকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ঝলসে মৃত্যু হয় তিন জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন বাস এবং ট্রাকচালক এবং বাসের আর এক কর্মী। বাসে ৩৬ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের বেশির ভাগকেই উদ্ধার করা হয়েছে। আহতদের নান্দিয়াল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

এর আগে গত বছরের অক্টোবরে অন্ধ্রের কুর্নুলে যাত্রিবাহী বাসের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে আগুন ধরে মৃত্যু হয়েছিল ২০ জনের। বেসরকারি সংস্থার মালিকানাধীন বাসটি ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে এগোচ্ছিল। সংঘর্ষের পর বাসের সামনে আটকে যায় বাইকটি। ওই অবস্থায় কিছু দূর যাওয়ার পরেই আগুন ধরে যায় বাসটিতে। ঘটনাচক্রে, রাজস্থানের মতোই হায়দরাবাদেও দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি বাতানুকূল (এসি) ছিল। দুর্ঘটনার সময় অনেক যাত্রীই ঘুমিয়ে ছিলেন। তবে বাসে আগুন ধরেছে বুঝতে পারার পরেই তাঁদের অনেকে জানলা ভেঙে লাফিয়ে প্রাণ বাঁচান। কিন্তু অনেকেই বাইরে বেরোতে পারেননি।

প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে সিআরপিএফের পুরুষ বাহিনীকে নেতৃত্ব দেবেন জম্মুর তরুণী সিমরন

নয়াদিল্লি ঃ প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে পুরুষ জওয়ানদের নেতৃত্ব দেবেন এক তরুণী! আগামী ২৬ জানুয়ারি দিল্লির কর্তব্য পথে সিআরপিএফের প্রায় ১৫০ জন পুরুষ জওয়ানের একটি কুচকাওয়াজ দলের নেতৃত্ব দিতে চলেছেন মহিলা জওয়ান সিমরন বালা। ভারতের ইতিহাসে প্রথম বার!

বছর ছাব্বিশের সিমরন জম্মু-কাশ্মীরের মেয়ে। আধাসেনার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট পদে কর্মরত। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন সূত্রে জানা গিয়েছে, আর মাত্র পাঁচ দিন পরেই প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে সিআরপিএফের সম্পূর্ণ পুরুষ দলকে নেতৃত্ব দিয়ে নজির গড়বেন তিনি। কারণ, এর আগে মহিলা জওয়ানেরা কুচকাওয়াজ দলের নেতৃত্ব দিলেও কোনও মহিলাকে কখনও সম্পূর্ণ পুরুষ দলের নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়নি। সে ক্ষেত্রে সিমরনই হবেন প্রথম।

জম্মুর রাজৌরি জেলার ছোট্ট শহর নওশেরা। সেখানেই জন্ম সিমরনের। জম্মুর গান্ধীনগরের গভর্নমেন্ট কলেজ ফর উইমেন থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শেষ করেন সিমরন। ২০২৫ সালে ইউপিএসসি-র পরিচালিত সিএপিএফ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ওই বছরেরই এপ্রিল মাসে দেশের বৃহত্তম আধাসামরিক বাহিনীতে যোগ দেন তিনি। গুরুগ্রামের সিআরপিএফ অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণের সময়েও সেরা অফিসারের পুরস্কার পান তিনি। গোটা রাজৌরি জেলায় সিমরনই প্রথম মহিলা, যিনি সিআরপিএফ অফিসার হয়েছেন। শুরুতেই সিমরনের পোস্টিং হয় ছত্তীসগঢ়ের 'বস্তারিয়া' ব্যাটালিয়নে। পান নকশালবিরোধী অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব।

প্রজাতন্ত্র দিবসের ঐতিহ্যবাহী কুচকাওয়াজেও গুরুদায়িত্ব পেয়েছেন সিমরন। আর মাত্র দিন কয়েকের অপেক্ষা। প্রতিবারের মতো এ বছরও রাইসিনা হিল থেকে ইন্ডিয়া গেট হয়ে লালকেল্লা পর্যন্ত কর্তব্য পথ ধরে এগোবে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ দল। ভারতের সামরিকশক্তি এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র প্রদর্শন করবেন সেনার জওয়ানেরা। এ বছর রয়্যাল এনফিল্ড বুলেট বাইকে চড়ে সিআরপিএফ এবং সশস্ত্র সীমা বলের (এসএসবি) মহিলা 'ডেয়ার ডেভিল'দের একটি যৌথ দলও এই কুচকাওয়াজে যোগ দেবে। ২০২০ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজেও এই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন দুই বাহিনীর মহিলা জওয়ানেরা। এ ছাড়া, এ বছর উটের পিঠে চড়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করবেন জওয়ানেরা। সিআইএসএফ-এর একটি কুচকাওয়াজ এবং ব্যান্ড দল থাকবে এ বারের কুচকাওয়াজে।

তামিলনাড়ুর পরে এ বার কর্নাটক! রাজ্য মন্ত্রিসভার লিখে দেওয়া ভাষণ পাঠ না করেই বিধানসভা ছাড়লেন রাজ্যপাল

নয়াদিল্লি ঃ তামিলনাড়ুর পর এ বার কর্নাটক। আরও এক বিজেপিবিরোধী দলশাসিত রাজ্যে প্রকাশ্যে এল সরকার এবং রাজ্যপালের মধ্যে সংঘাত। কর্নাটকের বিধানসভাতেও সরকারের লিখে দেওয়া ভাষণ না পড়েই অধিবেশনকক্ষ ছাড়লেন রাজ্যপাল টি গেহলত। মাত্র দু'লাইনেই নিজের ভাষণ শেষ করেন তিনি। সরকারের লিখে দেওয়া ভাষণ পাঠ না-করে তিনি সংবিধান ভেঙেছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া।

বৃহস্পতিবার সকালে অধিবেশন শুরুর সময়ে বক্তৃতা করার কথা ছিল রাজ্যপাল গেহলতের। ভাষণ পাঠের জন্য বিধানসভায় পৌঁছেও যান তিনি। কিন্তু মাত্র দু'লাইনেই ভাষণ শেষ করেন রাজ্যপাল। তিনি হিন্দিতে বলেন, "আমার সরকার রাজ্যের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন দ্বিগুণ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জয় হিন্দ, জয় কর্নাটক।" এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পরেই নিজের ভাষণ শেষ করেন তিনি। কর্নাটকের কংগ্রেস সরকারের লিখে দেওয়া ভাষণ রাজ্যপাল পাঠ না করায় হট্টগোল শুরু হয়ে যায় বিধানসভায়। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে 'ধিক্কার' স্লোগানও ওঠে।

রাজ্যপাল বিধানসভা ছেড়ে চলে যেতেই সিদ্দারামাইয়া অভিযোগ করেন, তিনি সংবিধানবিরুদ্ধ কাজ করেছেন। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সরকারের তৈরি করা ভাষণ সম্পূর্ণ পাঠ না করে রাজ্যপাল সংবিধান ভেঙেছেন। তিনি সংবিধান অনুসারে কাজ করছেন না। তাঁর এই আচারণের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করব। এই আচরণের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া হবে কি না, তা-ও ভেবে দেখা হবে।"

চলতি সপ্তাহে আরও দুই বিজেপিবিরোধী দল শাসিত রাজ্যেও একই ধরনের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে। তামিলনাড়ুতে ডিএমকে সরকারের লিখে দেওয়া ভাষণ পাঠ না করেই বিধানসভার অধিবেশনকক্ষ ছাড়েন রাজ্যপাল আরএন রবি। কেরলের বিধানসভায় সরকারের লিখে দেওয়া ভাষণ পাঠ করলেও কিছু অংশ উহ্য রেখে দেন রাজ্যপাল আরভি আর্লেকর। তার মধ্যে একটি অংশে ছিল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা তৈরির অভিযোগ। অপর অংশে ছিল রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া কিছু বিল দীর্ঘ সময় ধরে আটকে থাকার প্রসঙ্গ।

বস্তুত, কোনও রাজ্যর বিধানসভায় সে রাজ্যের সরকার (মন্ত্রিসভার) লিখে দেওয়া ভাষণই পাঠ করেন রাজ্যপাল। এটিই প্রচলিত প্রথা। তবে অতীতে বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রথা ভাঙার দৃষ্টান্তও রয়েছে। লিখিত ভাষণের কিছু প্রসঙ্গ পাঠ না করা বা উহ্য রাখা বা সংযোজন করার মতো ঘটনার নজিরও রয়েছে।

সর্বভারতীয় সভাপতি হওয়ার পর এই প্রথম বার পশ্চিমবঙ্গ সফরে নিতিন নবীন

নয়াদিল্লি ঃ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হওয়ার পর এই প্রথম বার পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন নিতিন নবীন। আগামী ২৭ জানুয়ারি কলকাতা এসে পৌঁছোবেন তিনি। তাঁর এই দু'দিনের বঙ্গ সফরের বিষয়ে জানিয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

বিজেপি সূত্রে খবর, বুধবার দিল্লিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করার পর নিতিন তাঁর এই সফরের সিদ্ধান্ত নেন। ওই বৈঠকে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্তরের পদাধিকারীরা, ছিলেন বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক, বিভিন্ন রাজ্যের সভাপতি এবং সংগঠনের সম্পাদকেরা। দলের তরফ থেকে আলোচ্য বিষয় নিয়ে বিস্তারিত ভাবে কিছু না বলা হলেও সাংগঠনিক বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে বিজেপির তরফে।

রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক জানান, কলকাতায় এসে পৌঁছোনোর পরের দিন নিতিন যাবেন বর্ধমানে। সেখানে তিনি জনসভা করবেন না কি সাংগঠনিক কর্মসূচি তা এখনও নিশ্চিত ভাবে জানানো হয়নি দলের তরফে। বর্ধমান সফরের পর তিনি দিল্লি ফিরে যাবেন।

অন্য দিকে, নিতিন ফিরে যাওয়ার পর আবার বঙ্গ সফরে আসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ৩০ জানুয়ারি কলকাতায় এসে পৌঁছোবেন তিনি। বিজেপির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই সফরে কোনও জনসভা করবেন না শাহ। তাঁর সমগ্র কর্মসূচি হবে সাংগঠনিক। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির শেষে বা মার্চের শুরুতে ঘোষণা হতে পারে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ। তাঁর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মূলত নির্বাচনী রণকৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে বিজেপির তরফে। শাহের এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে রাজ্য বিজেপির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য। এমনটাই মনে করছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

পাকিস্তানও যোগ দিল ট্রাম্পের 'বোর্ড অফ পিস'-এ!

এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি ভারত, সরাসরি প্রস্তাব খারিজ করেছে তিন দেশ

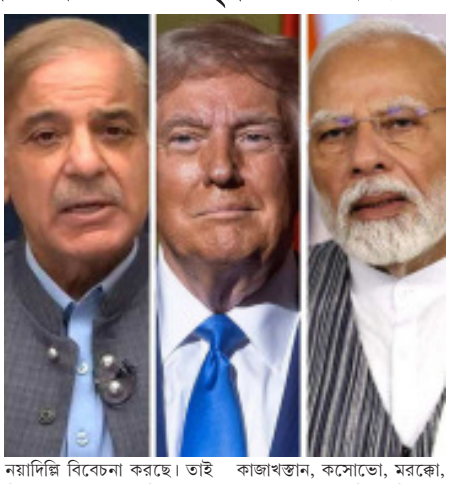

নয়াদিল্লি ঃ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'বোর্ড অফ পিস'-এ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করল পাকিস্তান। তাদের বিদেশ দফতর থেকে বুধবার এই মর্মে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও এ বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি ভারত। সংবাদসংস্থা পিটিআই সরকারি সূত্র উল্লেখ করে জানিয়েছে, ট্রাম্পের প্রস্তাবে 'হ্যাঁ' বলার আগে কয়েকটি সংবেদনশীল বিষয় নয়াদিল্লি বিবেচনা করছে। তাই সিদ্ধান্ত জানাতে দেরি হচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেক দেশ 'বোর্ড অফ পিস'-এ যোগ দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রস্তাব খারিজ করেছে তিনটি দেশ।

পাকিস্তানের বিদেশ দফতর বুধবার জানিয়েছে, গাজায় শান্তি ফেরানোর জন্য ট্রাম্পের প্রস্তাবিত 'বোর্ড অফ পিস'-এ তারা যোগ দিচ্ছে। পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরানোর উদ্যোগকে সমর্থন জানাতেই এই সিদ্ধান্ত। গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতির বাস্তবায়ন এবং প্যালেস্টাইনিদের মানবিক সহায়তা বৃদ্ধির আশা প্রকাশ করেছে ইসলামাবাদ।

হোয়াইট হাউসের এক আধিকারিককে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা এপি জানিয়েছে, অন্তত ৫০টি দেশকে 'বোর্ড অফ পিস'-এ আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল ওয়াশিংটন। তার মধ্যে ৩০টি দেশ আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে এবং আন্তর্জাতিক এই গোষ্ঠীতে যোগ দেবে বলে আমেরিকা আশা রাখছে। পাকিস্তান ছাড়াও ট্রাম্পের প্রস্তাব ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে ইজরায়েল, আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরিন, বেলারুস, মিশর, হাঙ্গেরি, কাজাখস্তান, কসোভো, মরক্কো, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ভিয়েতনাম।

ভারতের মতো যে দেশগুলি আমন্ত্রণ পেয়েছে কিন্তু এখনও কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি, তার মধ্যে অন্যতম ব্রিটেন। এ ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছে চিন, ক্রোয়েশিয়া, রাশিয়া, ইটালি, জার্মানি, প্যারাগুয়ে, সিঙ্গাপুর, স্লোভেনিয়া, তুরস্ক, ইউক্রেনের মতো দেশ। ফ্রান্স, সুইডেন এবং নরওয়ে ট্রাম্পের 'বোর্ড অফ পিস'-এ যোগদানের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে।

শুধু গাজায় শান্তি ফেরানো নয়, 'বোর্ড অফ পিস'-এর নেপথ্যে ট্রাম্পের বৃহত্তর পরিকল্পনা রয়েছে। আসলে সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই নতুন আন্তর্জাতিক বোর্ড গঠন করতে চাইছেন ট্রাম্প। প্রাথমিক ভাবে 'বোর্ড অফ পিস'-এর কাজ শুরু হবে গাজা দিয়ে। সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সফল হলে বিশ্বের অন্যান্য সমস্যা নিয়েও এই বোর্ড কাজ করবে। এতে যোগ দিলে প্রাথমিক ভাবে তিন বছরের সদস্যপদ পাবে দেশগুলি। ১০০ কোটি ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা) দিলে মিলবে স্থায়ী সদস্যপদ।

লোকে আমাকে স্বৈরাচারী বলে, তবে কখনও কখনও একনায়কের প্রয়োজন হয়! বিতর্ক উস্কে দিয়ে দাবি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

নয়াদিল্লি ঃ লোকে তাঁকে স্বৈরাচারী শাসক বলে মনে করে। এমনটাই দাবি করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে তাঁর বক্তব্য, কখনও কখনও একজন স্বৈরাচারী শাসকের প্রয়োজন হয়। বুধবার সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ)-এ বক্তৃতা করেন ট্রাম্প। তার পরেই সেখানে একটি বাণিজ্য সম্মেলনে এ কথা জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

সাম্প্রতিক সময়ে ট্রাম্পের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আন্তর্জাতিক মহলে। ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালিয়ে সে দেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সস্ত্রীক অপহরণ করেছে মার্কিন বাহিনী। বর্তমানে ভেনেজুয়েলার প্রশাসনকে বকলমে আমেরিকাই নিয়ন্ত্রণ করছে, এমনটাও মনে করছেন অনেকে। তার উপরে গ্রিনল্যান্ড দখলের চেষ্টায় ট্রাম্প যে ভাবে উঠেপড়ে লেগেছেন, তা নিয়েও বিস্তর প্রশ্ন উঠেছে। গ্রিনল্যান্ড প্রসঙ্গে ট্রাম্পের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট ইউরোপীয় দেশগুলিও। এর মধ্যে আমেরিকার বিভিন্ন 'বন্ধুরাষ্ট্র'ও রয়েছে।

ভারত-সহ বিভিন্ন দেশের উপরে চড়া হারে শুল্ক চাপিয়ে রেখেছে আমেরিকা। একপ্রকার একতরফা ভাবেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা। অনেকেই মনে করেন, এই শুল্ক-সিদ্ধান্তগুলিতেও ট্রাম্পের 'একনায়ক' ভাবমূর্তিই প্রকট হয়। যদিও ট্রাম্প অতীতে বার বার দাবি করেছেন, তিনি আমেরিকার প্রয়োজনকে আগে গুরুত্ব দেবেন, তার পরে অন্য দেশের কথা ভেবে দেখবেন। এটিই ট্রাম্পের ঘোষিত নীতি। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের এমন মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।দাভোসে বক্তৃতাশেষে সেখানে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যগোষ্ঠীর কর্তা, অর্থনৈতিক প্রধান এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি গোষ্ঠীর কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি দাবি করেন, তাঁর বক্তৃতা বেশ প্রশংসিত হয়েছে।

ট্রাম্প বলেন, ''আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে আমার বক্তৃতার এত প্রশংসা হয়েছে। সাধারণত ওরা বলে, উনি (ট্রাম্প) এক ভয়ঙ্কর স্বৈরাচারী শাসক। কিন্তু মাঝেমাঝে একজন একনায়কের প্রয়োজন হয়।''বুধবার দাভোসে বক্তৃতার সময়ে গ্রিনল্যান্ডের কথাও উল্লেখ করেন ট্রাম্প। দাবি করেন, তিনি জোর করে গ্রিনল্যান্ড দখল করবেন না। ট্রাম্প বলেন, ''লোকে ভেবেছিল আমি বলপ্রয়োগ করব! কিন্তু আমাকে বলপ্রয়োগ করতে হবে না। আমি বলপ্রয়োগ করতে চাই না। আমি বলপ্রয়োগ করব না।'' তবে একই সঙ্গে তিনি এ-ও দাবি করেন বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য গ্রিনল্যান্ডের দখল আমেরিকার হাতে থাকা প্রয়োজন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথায়, ''আমেরিকা ছাড়া অন্য কোনও দেশ ডেনমার্ক নিয়ন্ত্রিত ওই ভূখণ্ড (গ্রিনল্যান্ড) সুরক্ষিত রাখতে পারবে না।''

দাভোসের বক্তৃতায় গ্রিনল্যান্ড প্রসঙ্গে ট্রাম্পের এই অবস্থান নিয়েও নতুন করে আলোচনা হতে শুরু করেছে। এ অবস্থায় আমেরিকার প্রেসিডেন্টের 'একনায়ক' মন্তব্য সেই আলোচনা আরও বৃদ্ধি করেছে।

“আত্মা” সম্প্রসারণ সংস্কার প্রকল্পে মিশ্র পারফরম্যান্স

খবরে প্রতিবাদ, ২২ জানুয়ারি।। কৃষি সম্প্রসারণ সংস্কারের জন্য রাজ্য সম্প্রসারণ কর্মসূচিকে সহায়তা, যা জনপ্রিয়ভাবে ”আত্মা” নামে পরিচিত।ভারতজুড়ে কৃষি সম্প্রসারণ পরিষেবাগুলিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২ সাল পর্যন্ত রাজ্যভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ, ছাড় এবং ব্যয়ের একটি পর্যালোচনায় ত্রিপুরার জন্য একটি মিশ্র পারফরম্যান্স পরিলক্ষিত হয়, যা কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তা ব্যবহারে অগ্রগতি এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ উভয়কেই তুলে ধরে।তথ্য অনুসারে, ২০০৭-০৮ সালে ত্রিপুরা ১৭৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পেয়েছিল, যার মধ্যে ৯৪.৭ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছিল। তবে, প্রকৃত ব্যয় ছিল অত্যন্ত কম, মাত্র ১.৬ লক্ষ টাকা। পরবর্তী বছরগুলিতেও কম ব্যয়ের এই প্রবণতা অব্যাহত ছিল, যা সম্প্রসারণ সংস্কার কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে রাজ্যের সক্ষমতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়ে তোলে। ২০০৮-০৯ সালে, ত্রিপুরাকে ২১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, কিন্তু মাত্র ২.৯ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছিল, যেখানে ব্যয়ের পরিসংখ্যান পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের মধ্যে একটি অসামঞ্জস্য প্রতিফলিত করে।২০০৯-১০ সালে, বরাদ্দ ছিল ২১১.২ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে মাত্র ১.৮ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছিল এবং ব্যয় হয়েছিল ১৫৮.৬ লক্ষ টাকা। যদিও আগের বছরগুলোর তুলনায় ব্যয়ে কিছুটা উন্নতি দেখা গেছে, তহবিল ছাড়ের বিলম্ব একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে রয়ে গেছে।২০১০-১১ সালে, বরাদ্দ বেড়ে ৩৬০.৮ লক্ষ টাকা হয়, এবং ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা রিপোর্ট করা হয়, যা আবারও উপলব্ধ সম্পদের কম ব্যবহার নির্দেশ করে। ২০১১-১২ সালের জন্য, ত্রিপুরা ২২১.৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পায়, যেখানে ছাড়ের পরিমাণ বেড়ে ৪২৫ লক্ষ টাকা হয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ ৫৯০ লক্ষ টাকায় পৌঁছায়, যা অতীতের দায় সমন্বয় এবং উন্নত শোষণ ক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়।বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে আত্মাকে সম্প্রসারণ পরিষেবা বিকেন্দ্রীকরণ, কৃষক-নেতৃত্বাধীন পরিকল্পনার প্রচার এবং বিভিন্ন বিভাগ, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং কৃষক সংগঠনগুলির মধ্যে সংযোগ জোরদার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।ত্রিপুরায়, যেখানে কৃষিক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের প্রাধান্য রয়েছে, সেখানে আত্মার কার্যকর বাস্তবায়ন উৎপাদনশীলতা, বৈচিত্র্যকরণ এবং আয়ের নিরাপত্তাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে। তবে, তহবিল ব্যবহারের নিম্ন এবং অসম হার প্রশাসনিক বিলম্ব, দুর্বল প্রকল্প পরিকল্পনা এবং জেলা পর্যায়ে সীমিত সমন্বয়ের দিকে ইঙ্গিত করে।তুলনামূলকভাবে, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ুর মতো আরও কয়েকটি রাজ্যে বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়ের মাত্রা বেশি ছিল, যা শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়। ত্রিপুরার জন্য, জেলা-স্তরের এটিএমএ ইউনিটগুলোকে শক্তিশালী করা, সময়মতো কর্মপরিকল্পনা জমা দেওয়া এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য থাকবে।ভবিষ্যতে, রাজ্য সরকারকে সম্প্রসারণ কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, অন্যান্য কৃষি প্রকল্পের সাথে সমন্বয় এবং কৃষক উৎপাদনকারী সংগঠনগুলোর বৃহত্তর অংশগ্রহণের উপর মনোযোগ দিতে হবে। যদি তহবিল সময়মতো বরাদ্দ ও ব্যবহার করা হয়, তবে এটিএমএ ত্রিপুরায় কৃষি সম্প্রসারণকে রূপান্তরিত করার এবং রাজ্যের কৃষকদের জন্য টেকসই সুবিধা নিশ্চিত করার একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে যাবে।

বানী বন্দনায় ব্রতী হবার ব্যস্ততা চরমে

খবরে প্রতিবাদ, ২২ জানুয়ারি।। রাত পোহালেই দেবী সরস্বতীর আরাধনায় মেতে উঠবে কচি কাচা থেকে শুরু করে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই। বাগদেবী তথা বিদ্যে বুদ্ধি ও জ্ঞানের দেবী হিসেবে পরিচিত দেবী সরস্বতী মা সকলের মা। তবে বিশেষ করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতেই দেবী কে বিশেষ ভাবে পুজো করা হয়ে থাকে। একই ভাবে এ বছরেও রাজ্যের সমস্ত স্কুল কলেজ গুলি দেবী বন্দনায় শামিল হচ্ছেন। যার তোড়জোড় প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে প্রায় এক দিন আগে থেকেই। বৃহস্পতিবার গোটা দিন ব্যাপী রাজধানী আগরতলার বুকে জমজমাট উৎসব মুখর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে দেবী প্রতিমা আনয়নের শামিল হতে দেখা গেল বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর ছাত্র ছাত্রীদের। সঙ্গে অভিভাবক হিসেবে শিক্ষক শিক্ষিকারা তো ছিলেনই। এছারাও ছিল ঢাক ওয়ালা, বাদ্যি ওয়ালা। সঙ্গে মিউজিক বক্স বাজিয়ে বিদ্যার দেবী সরস্বতী মা কে বরন করে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যান। এদিন কুমোর পাড়া গুলিতে ব্যাপক হারে সমাগম ছিল। মূর্তি আনয়ন কে কেন্দ্র করে গোটা শহর যেন এক অন্য রূপ পায়। ওদিকে বিভিন্ন হাট বাজার গুলিতে ব্যাপক হারে ছোট ছোট বাগদেবীর মূর্তি ও উঠেছে। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছারাও বহু মানুষ নিজ নিজ ঘরে দেবী লক্ষ্মীর মতই দেবী সরস্বতী কেও পুজো করে থাকেন। সব মিলিয়ে বাগ দেবী আরাধনার আর কিছুটা প্রহর গুনে চলেছেন সকলেই। সকাল হলেই সকলে স্নান সেরে অঞ্জলী দিতে উপস্থিত হবেন মায়ের চরণে। আর সকলের মুখে থাকবে একটাই মন্ত্রোচ্চারন - ‘ওঁ জয় জয় দেবী চরাচর সারে। কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে। বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে, ভগবতী ভারতী দেবী নমোস্তুতে।।’

স্ত্রীর পরকীয়া প্রেম দেখে ফেলায় স্ত্রী ও প্রেমিকের মারে আহত স্বামী

খবরে প্রতিবাদ, ২২ জানুয়ারি।। সমাজে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে পরকীয়া প্রেম। অধিকাংশ দাম্পত্য জীবন এই পরকীয়া প্রেমের জেরে ধ্বংস হয়ে পরছে অচিরেই। যার জের পোহাতে হচ্ছে স্বামী স্ত্রী সহ তাদের সন্তান দের এমনকি এর সরাসরি কুপ্রভাব গিয়ে পরছে গোটা সমাজ ব্যবস্থার উপর। কিন্তু সমাজ কে শুধরাতে যারা তৎপর তাদের কে এক্ষেত্রে যেন পাওয়াই যাচ্ছে না।

এবার স্ত্রীর পরকীয়া প্রেমের বিষয়ে জানতে পেরে স্ত্রী ও তার প্রেমিকের ক্ষোভের মুখে পরতে হল খোদ স্বামী কে। বৃহস্পতিবার স্ত্রী কে তার প্রেমিকের সাথে দেখে ফেলাই কাল হয়ে দারালো স্বামীর জন্যে। স্ত্রী ও তার প্রেমিকের হাতেই গুরুতর জখম হতে হল স্বামী কে। এমনটাই উঠেছে অভিযোগ। ঘটনায় আহত স্বামী কে দমকল কর্মীরা নিয়ে গেছে হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে ইরানি থানার অধীনে শ্রীনাথপুর আজিজ পাড়া ৭ নং ওয়ার্ড এলাকায়। ঘটনার পর থেকেই পলাতক স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিক। দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিবেশী এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল গৃহবধূর। এ নিয়ে এলাকায় একাধিকবার সালিশি সভাও হয়েছে। কিন্তু তাতেও কোন সুরাহা হয়নি। শেষমেশ সেই পরকীয়া সম্পর্কের জেরে প্রাণ যেতে বসেছে গৃহবধূর স্বামীর। বৃহস্পতিবার বিকেলে বাড়ির পাশের একটি জঙ্গলে ওই গৃহবধূকে তাঁর প্রেমিকের সাথে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলেন স্বামী। প্রতিবাদ করতেই স্ত্রী এবং ওই ব্যক্তি মিলে তাঁকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ করেছেন আহত স্বামী। ঘটনা নিয়ে এলাকাবাসী তাদের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে গৃহবধূর বিষয়ে বহু তথ্য প্রকাশ করেছেন। তাদের অভিযোগ এই পরকীয়া প্রেমের কথা এলাকা জুড়ে সকলেই জানতেন। শালিসি সভা করে মীমাংসার চেষ্টা হলেও কাজ হয়নি। সমাজ কে কলুষিত করা এধরনের পরকীয়া প্রেমে লিপ্ত মেয়ে ছেলেদের দৃষ্টান্তমূলক সাঁজা চেয়েছেন তারা। যদিও সকলেই জানেন যে আইনের দ্বারে পরকীয়া প্রেম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে অভিযোগ জানানো বৃথা। আর হয়তো এটাই দেদার পরকীয়া প্রেম বৃদ্ধির সব চাইতে বড় কারণ।

যোগদান যোগদান খেলায় মেতে উঠেছে বিজেপি ও তিপ্রা মথা

খবরে প্রতিবাদ, ২২ জানুয়ারি।। রাজ্য রাজনীতিতে চলছে এখন জয়েনিং জয়েনিং খেলা। এ কখনো ঐ দলে, ও কখনো এই দলে। আর এই দল বদলের খেল দেখিয়েই আসন্ন এডিসি ভোটে পাহাড়ে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে রাজ্যের শাসক সরকারের দুই দল। কথা হচ্ছে বিজেপি ও তিপ্রা মথা উভয় দল কে নিয়েই। একই সাথে সরকারে থেকেও বরাবরই তাদের আভ্যন্তরীণ কলহ প্রকাশ্যে চলে এসেছে। তার মধ্যে বিজেপি দাবী করছে যে মথা দল ছেড়ে জনজাতি রা ক্রমশই রাজ্যের উন্নয়ন মুখী বিজেপি সরকারে ভরসা করছে। ওদিকে মথার নেতৃত্বদের দাবী বিজেপি সরকারের প্রতি আস্থা হাড়িয়ে ক্রমশই তিপ্রা মথার দিকে ঝুকছে ভোটাররা। কে সত্য কে মিথ্যে সে হিসেব থাক। আপাতত এই সব কিছুইর মাঝেই এই স্তব্ধ করার মত ঘটনা ঘটে গেছে। এক জনজাতি নেতা ১৭ই জানুয়ারি বিজেপি দলের পতাকা হাতে নিয়ে বিজেপি দলের যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র ৫ দিনের ব্যবধানে ২২শে জানুয়ারি উনি তিপ্রা মথা দলে যোগ দিলেন। মাত্র ৫ দিনের তাৎক্ষনিক ব্যবধানে তার এই দল বদল রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্নের উত্থান ঘটিয়েছে। যার কথা বলা হচ্ছে উনি কমলপুর শ্রীরামপুর ভিলেজের নেতা অমর দেববর্মা। বিজেপি তে তার যোগ দান নাকি সম্পূর্ণ ভাবেই ভুল বশত ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা। মন থেকে উনি প্রদ্যুত বিক্রম কেই মানেন এবং তার দলের প্রতিই উনি আস্থা রাখেন। সে কারনেই এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে বৃহস্পতিবার চন্দ্র মহলে প্রদ্যুত বিক্রমের সাথে সাক্ষাত করেন অমর দেববর্মা এবং তার বিজেপি তে যোগদান নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয় তার স্পষ্টীকরণ দেন। এই গোটা ঘটনায় একটা প্রশ্নই উঠছে। তবে কি জনজাতি ভোটার রা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই বিজেপি দলে যোগ দিচ্ছে ? এই যে নিরন্তর যোগদান যোগদান খেলা চলছে তার পেছনে যোগ দাতা দের প্রকৃত অংক টাই বা কতটা সঠিক ? সর্বোপরি, একই সরকারে থেকেও এই দল বদল কি আদৌ রাজনৈতিক অঙ্গনে কঘুব একটা প্রভাব ফেলবে ? উত্তর মিলবে সময়েই।

এখনো লক্ষাধিক গাঁজা গাছ অক্ষত, জেলা পুলিশের ভূমিকায় আক্ষেপ

খবরে প্রতিবাদ, ২২ জানুয়ারি।। রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তরের নির্দেশে এই বছর সিপাহীজলা জেলা পুলিশ ব্যাপক হারে গাঁজা গাছ ধ্বংস করলেও এই জেলায় আরো তিন তিনটি থানা এলাকায় লক্ষ লক্ষ গাঁজা গাছ অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। জেলা পুলিশের কাছে সেইসব গাজা বাগানের ম্যাপ সহ প্রকৃত তথ্য থাকা সত্ত্বেও সেগুলি বাঁচানোর চেষ্টায় সিপাহীজলা জেলা পুলিশ মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে সুত্রের খবর। সূত্র অনুসারে আরও খবর সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত সুতার মোরা গগন সরদার পাড়া, সোনামুড়া থানার অন্তর্গত কমলনগর ঘাটিঘর দুই লুঙ্গা এবং টাকারজলা থানার অন্তর্গত গারু বাজার সংলগ্ন এলাকা এই তিনটি জায়গায় বিপুল পরিমাণে গাঁজা গাছ এখনো অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এই সবগুলির তথ্য রয়েছে জেলা পুলিশের কাছে কিন্তু তারপরেও এই তিনটি থানার উল্লেখিত এলাকাগুলিতে পুলিশ গাজা বিরোধী অভিযান চালাতে নারাজ। বর্তমানে গাঁজা চাষীরা তাদের গাঁজা গাছ কেটে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া শুরু করেছে। কিন্তু কেন এবং কি কারনে ওইসব এলাকাগুলিতে পুলিশ গাজা বিরোধী অভিযান চালায়নি তা নিয়ে সাধারণ জনগণের মনে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নেশার বিরুদ্ধে সচেতন নাগরিক দের দাবি আগামী ১-২ দিনের মধ্যেই যাতে এই তিনটি এলাকার উল্লেখিত জায়গাগুলিতে অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছগুলি ধ্বংস করা হয়।

সর্বভারতীয় সভাপতি হওয়ার পর এই প্রথম বার পশ্চিমবঙ্গ সফরে নিতিন নবীন

নয়াদিল্লি ঃ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হওয়ার পর এই প্রথম বার পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন নিতিন নবীন। আগামী ২৭ জানুয়ারি কলকাতা এসে পৌঁছোবেন তিনি। তাঁর এই দু’দিনের বঙ্গ সফরের বিষয়ে জানিয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

বিজেপি সূত্রে খবর, বুধবার দিল্লিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করার পর নিতিন তাঁর এই সফরের সিদ্ধান্ত নেন। ওই বৈঠকে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্তরের পদাধিকারীরা, ছিলেন বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক, বিভিন্ন রাজ্যের সভাপতি এবং সংগঠনের সম্পাদকেরা। দলের তরফ থেকে আলোচ্য বিষয় নিয়ে বিস্তারিত ভাবে কিছু না বলা হলেও সাংগঠনিক বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে বিজেপির তরফে।রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক জানান, কলকাতায় এসে পৌঁছোনোর পরের দিন নিতিন যাবেন বর্ধমানে। সেখানে তিনি জনসভা করবেন না কি সাংগঠনিক কর্মসূচি তা এখনও নিশ্চিত ভাবে জানানো হয়নি দলের তরফে। বর্ধমান সফরের পর তিনি দিল্লি ফিরে যাবেন।অন্য দিকে, নিতিন ফিরে যাওয়ার পর আবার বঙ্গ সফরে আসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ৩০ জানুযারি কলকাতায় এসে পৌঁছোবেন তিনি। বিজেপির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই সফরে কোনও জনসভা করবেন না শাহ। তাঁর সমগ্র কর্মসূচি হবে সাংগঠনিক। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির শেষে বা মার্চের শুরুতে ঘোষণা হতে পারে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ। তাঁর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মূলত নির্বাচনী রণকৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে বিজেপির তরফে। শাহের এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে রাজ্য বিজেপির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য। এমনটাই মনে করছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

ব্রাউন সুগার সহ এক যুবক গ্রেফতার, কৈলাসহর থানার পুলিশের সাফল্য

খবরে প্রতিবাদ, ২২ জানুয়ারি।। কৈলাসহর থানার পুলিশ গতকাল গভীর রাতেব্রাউন সুগার সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। এই বিষয়ে আজ সকালে কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকার সংবাদমাধ্যমকে জানান, গতকাল রাত্রিবেলা গোপন সূত্রে পুলিশ খবর পায় যে কৈলাসহর যুবরাজনগর এলাকার বাসিন্দা মফিক মিয়া নামে এক যুবক শহরের বিভিন্ন স্থানে ব্রাউন সুগার নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের অধীনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। মামলাটির নম্বর ৫/২০২৬। আজ অভিযুক্তকে কৈলাসহর থানা থেকে জেলা দায়রা আদালতে প্রেরণ করা হবে। এছাড়াও, এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। গোটা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানান কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকার।

অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের জেরে রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনা বন্ধ করে দিয়েছে ভারত, দাবি মার্কিন অর্থসচিবের

নয়াদিল্লি ঃ ভারতের পণ্যের উপরে প্রথমে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল আমেরিকা। পরে রাশিয়া থেকে তেল কেনার ‘শাস্তি’ হিসাবে অতিরিক্ত আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর হুঁশিয়ারি ছিল ৫০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর। বুধবার মার্কিন অর্থসচিব স্কট বেসেন্টের দাবি, রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে ভারত।

প্রসঙ্গত, আমেরিকার সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহামের প্রস্তাব ছিল, যে সমস্ত দেশ বা কোনও দেশের কোম্পানি যদি ভ্লাদিমির পুতিনের দেশ থেকে তেল কিনে তা বিক্রি করে ওই সমস্ত দেশের উপরে ৫০০ শতাংশ কর আরোপ করা হোক। আমেরিকার সেনেটের বিদেশ বিষয়ক কমিটিতে এই প্রস্তাবকে বিপুল ভাবে সমর্থন জানানো হয়েছিল।

আগেই ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ থামানোর লক্ষ্যেই পুতিনের দেশ থেকে তেল আমদানি করে এমন দেশগুলির উপরে শুল্ক আরোপ করা হচ্ছে। বুধবার ইউরোপের দেশগুলির সমালোচনা করে মার্কিন অর্থসচিব জানান, রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে কয়েক বছর কেটে গেলেও বিভিন্ন দেশ রাশিয়া থেকে তেল কেনা অব্যাহত রেখেছে। সেই টাকা থেকেই মস্কো যুদ্ধের রসদ পাচ্ছে। তাঁর দাবি, নিজেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে জেনেও ইউরোপের দেশগুলি পুতিনের দেশ থেকে তেল কেনা অব্যাহত রেখেছে।

ভারত প্রসঙ্গে আমেরিকার দাবির প্রেক্ষিতে এখনও ভারতের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

হাইকোর্ট বার কাউন্সিল নির্বাচনে মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনি সম্পন্ন

খবরে প্রতিবাদ, ২২ জানুয়ারি।। হাইকোর্ট বার কাউন্সিল নির্বাচনের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আজ জমা পড়া মনোনয়নপত্রগুলির স্ক্রুটিনি সম্পন্ন হয়েছে। স্ক্রুটিনি শেষে জমা দেওয়া মোট ১৭টি মনোনয়নপত্রকেই বৈধ বলে ঘোষণা করেন রিটার্নিং অফিসার এসসি দাস। এদিন নির্বাচনী প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রার্থীরা জয়শ্রী পুরকায়স্থ ও রতন দত্ত বলেন, হাইকোর্ট বার কাউন্সিল নির্বাচন যেন সম্পূর্ণ অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে সকল পক্ষকে সচেতন ও সহযোগিতামূলক ভূমিকা নিতে হবে। উল্লেখ্য, হাইকোর্ট বার কাউন্সিল নির্বাচনকে ঘিরে আইনজীবী মহলে উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত বিধি মেনেই পরবর্তী ধাপগুলি সম্পন্ন হবে বলে জানানো হয়েছে।

পাকিস্তানও যোগ দিল ট্রাম্পের ‘বোর্ড অফ পিস’-এ !

এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি ভারত, সরাসরি প্রস্তাব খারিজ করেছে তিন দেশ

নয়াদিল্লি ঃ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘বোর্ড অফ পিস’-এ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করল পাকিস্তান। তাদের বিদেশ দফতর থেকে বুধবার এই মর্মে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও এ বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি ভারত। সংবাদসংস্থা পিটিআই সরকারি সূত্র উল্লেখ করে জানিয়েছে, ট্রাম্পের প্রস্তাবে ‘হ্যাঁ’ বলার আগে কয়েকটি সংবেদনশীল বিষয় নয়াদিল্লি বিবেচনা করছে। তাই সিদ্ধান্ত জানাতে দেরি হচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেক দেশ ‘বোর্ড অফ পিস’-এ যোগ দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রস্তাব খারিজ করেছে তিনটি দেশ।পাকিস্তানের বিদেশ দফতর বুধবার জানিয়েছে, গাজায় শান্তি ফেরানোর জন্য ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ‘বোর্ড অফ পিস’-এ তারা যোগ দিচ্ছে। পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফেরানোর উদ্যোগকে সমর্থন জানাতেই এই সিদ্ধান্ত। গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতির বাস্তবায়ন এবং প্যালেস্টাইনিদের মানবিক সহায়তা বৃদ্ধির আশা প্রকাশ করেছে ইসলামাবাদ।

হোয়াইট হাউসের এক আধিকারিককে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা এপি জানিয়েছে, অন্তত ৫০টি দেশকে ‘বোর্ড অফ পিস’-এ আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল ওয়াশিংটন। তার মধ্যে ৩০টি দেশ আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে এবং আন্তর্জাতিক এই গোষ্ঠীতে যোগ দেবে বলে আমেরিকা আশা রাখছে। পাকিস্তান ছাড়াও ট্রাম্পের প্রস্তাব ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে ইজরায়েল, আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরিন, বেলারুস, মিশর, হাঙ্গেরি, কাজাখস্তান, কসোভো, মরক্কো, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং ভিয়েতনাম।ভারতের মতো যে দেশগুলি আমন্ত্রণ পেয়েছে কিন্তু এখনও কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি, তার মধ্যে অন্যতম ব্রিটেন। এ ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছে চিন, ক্রোয়েশিয়া, রাশিয়া, ইটালি, জার্মানি, প্যারাগুয়ে, সিঙ্গাপুর, স্লোভেনিয়া, তুরস্ক, ইউক্রেনের মতো দেশ। ফ্রান্স, সুইডেন এবং নরওয়ে ট্রাম্পের ‘বোর্ড অফ পিস’-এ যোগদানের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে।শুধু গাজায় শান্তি ফেরানো নয়, ‘বোর্ড অফ পিস’-এর নেপথ্যে ট্রাম্পের বৃহত্তর পরিকল্পনা রয়েছে। আসলে সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই নতুন আন্তর্জাতিক বোর্ড গঠন করতে চাইছেন ট্রাম্প।

ফটিকরায়কাণ্ডে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য সিট গঠনের দাবি বিরোধী দলনেতার

খবরে প্রতিবাদ, ২২ জানুয়ারি।। চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে ফটিকরায়ে একাধিক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্যে প্রতিনিয়ত সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রদেশ বিজেপি সভাপতির কাছে ওই ঘটনাটি অত্যন্ত সামান্য। তাই প্রশাসনের নিকট ফটিকরায়কাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন, গোটা দেশের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও বিভাজনের পরিবেশ তৈরি করে নিজেদের রাজনৈতিক কাহিনী সার্থক করতে চাইছে বিজেপি। গণতন্ত্র হত্যা ও লুটপাটের মাধ্যমে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর ফলে ত্রিপুরাবাসীও এই আগুনের তাপ থেকে রেহাই পাবেন না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। জিতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগ, ক্ষমতা ধরে রাখতে বিজেপি সব ধরনের হিংসাত্মক কাজ করতেও পিছুপা হচ্ছে না। নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য রাজ্যজুড়ে ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, গত সাড়ে সাত বছরে রাজ্যে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে তিনি গন্ডাছড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা, পেকুয়াছড়া এবং ফটিকরায়ের ঘটনাগুলোর কথা তুলে ধরেন। বিরোধী দলনেতার দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলেও সেগুলি প্রতিহত করার ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত হতাশাজনক। এসব ঘটনায় প্রশাসনের কোনো কার্যকর উদ্যোগ চোখে পড়ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এদিন তিনি আরও জানান, ঐতিহ্যবাহী ভৈরব মেলাকে কেন্দ্র করে চাঁদাবাজির বিরোধিতায় ফটিকরায় এলাকায় চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ওই সময় এলাকাজুড়ে একের পর এক বাড়িঘর, দোকানপাট ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ব্যাপক ভাঙচুর এবং মারপিটের ঘটনা ঘটে। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।পুলিশের তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণেই ওইদিন বড় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তাঁর মতে, পুলিশ যদি সেই সময় লাঠিচার্জ না করত, তাহলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারত। তা সত্ত্বেও দুঃখজনকভাবে এখনো পর্যন্ত ওই ঘটনার কোনো তদন্ত শুরু করেনি প্রশাসন।সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, রাজ্যে প্রতিনিয়ত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা উসকে দেওয়া হলেও শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই ঘটনাগুলিকে তুচ্ছ হিসেবে দেখছে। তিনি অভিযোগ করেন, প্রদেশ বিজেপি সভাপতির কাছে ফটিকরায়ের মতো গুরুতর ঘটনাও নাকি সামান্য ঘটনা মাত্র। এই মনোভাব রাজ্যের গণতন্ত্র ও সামাজিক সম্প্রীতির পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা। এদিন জিতেন্দ্র চৌধুরী প্রশাসনের নিকট মোট ছয় দফা দাবি জানান। তার মধ্যে অন্যতম দাবি হলফটিকরায় কাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা। পাশাপাশি, দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল থেকে ফটিকরায়ের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৫টি পরিবারকে অতিসত্বর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও জানান তিনি।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751